বার্ষিক প্রতিবেদন

১৯৮৫—৮৬

বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড,

ঢাকা ।

বার্ষিক প্রতিবেদন

১৯৮৫—৮৬

বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড,

টেলিযোগাযোগ ভবন

৩৩/১ ময়মনসিংহ সড়ক,

ঢাকা-২

কেবল : টেলিবোর্ড, ঢাকা টেলেক্স নং : ৬৪২০২০ ও ৬৪২০৩০ বি টি টি বি বিজে।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক সনের বার্ষিক প্রতিবেদন নানাবিধ অসুবিধার কারনে আশানুরূপ সময়ে না হলেও অন্যান্য বছরের তুলনায় কিছু আগে বের করতে পেরে আমরা আনন্দিত ।

পূর্বের সব প্রতিবেদনের ন্যায় এর প্রতিবেদনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ১৯৮৫-৮৬ ইং সনে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড কর্তৃক দেশের টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে সম্পাদিত বিভিন্ন কর্মকান্ডের সম্যক ধারনা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে । একই সংগে পরিকল্পিত কার্য-সূচী বাস্তবায়নে অসুবিধা, প্রতিবন্ধকতা ও অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ।

নানাবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে সরকারের আর্থিক উন্নয়ন কর্ম-সূচীর সাথে তাল ও সংগতি রেখে টেলিযোগাযোগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে উপজেলা সমূহের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছানোর কাজে প্রতিবেদনাধীন বছরে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করা হয়েছে।

টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণজনিত আনুষঙ্গিক রাজস্ব বৃদ্ধির এবং এসব কর্মকান্ডের সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মান উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টার চিত্র এ প্রতিবেদনে বিশেষভাবে লক্ষনীয় ।

বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ যাদের নিরলস শ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে আমি তাদের সবাইকে বোর্ডের ও আমার পক্ষ হতে জানাই অভিনন্দন ।

(কাজী আক্তার রউফ)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড,
ঢাকা।

সূচী পত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	মুখবন্ধ	ক
	সারণী সূচী	খ
	চিত্র সূচী	গ
১.১	বাংলাদেশ তাঁত ও টেক্সটাইল বোর্ডের গঠন	১
২.১	বার্ষিক প্রতিবেদন	৩
৩.১	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের প্রতিবেদন	১৮
৪.১	রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনা বিভাগের প্রতিবেদন	২১
৫.১	জনশক্তি সংস্থাপন প্রতিবেদন	৩৪
৫.২	কল্যাণমূলক কাজের প্রতিবেদন	৩৬
৫.৩	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন	৩৯

সারণী সূচী

সারণী নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
২.১.১	মোট খরচ ও রাজস্ব প্রাপ্তির হিসাব	৪
২.১.২	সার্কেলওয়ারী চালনা রাজস্বের হিসাব	৭
২.১.৩	চালনা খরচের হিসাব	৮
২.১.৪	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর হিসাব	১০
২.১.৫	খরচী মূলধনের হিসাব	১৪
৪.১.১	বিভিন্ন টেলিফোন অঞ্চলের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ সমূহের হিসাব	২৪
৪.১.২	টেলিফোন সংযোগ ক্ষমতার হিসাব	২৫
৪.১.৩	টেলিফোন সংযোগের হিসাব	২৬
৪.১.৪	অপেক্ষমান সংযোগ চাহিদার হিসাব	২৮
৪.১.৫	প্রাতিষ্ঠানিক শাখা এক্সচেঞ্জের হিসাব	২৯
৪.১.৬	ঢাকা টেলিফোন অঞ্চলের টেলিফোন সার্কিট বিভক্তির হিসাব	৩০
৪.১.৭	টেলিগ্রাফ সার্কিটের হিসাব	৩১
৪.১.৮	টেলেক্স এক্সচেঞ্জের হিসাব	৩২
৫.১.১	জনশক্তির বিবরণ	৩৫
৫.২.১	বিভিন্ন টি এন্ড টি প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব তহবিল হইতে দেয় অর্থ মজুরীর হিসাব	৩৭
৫.২.২	বিভিন্ন মেরামতের জন্য রাজস্ব তহবিল এর অর্থ মজুরীর হিসাব	৩৮
৫.৩.১	টি এন্ড টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহের প্রশিক্ষণ হিসাব	৪০
৫.৩.২	অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী টি এন্ড টি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের বিবরণ	৪২
৫.৩.৩	বিদেশে প্রশিক্ষণের বিবরণ	৪৪

চিত্র সূচী

চিত্র নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.১	বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। (১৯৮৫-৮৬)	২
২.১	মোট রাজস্ব প্রাপ্তি ও খরচ	৬
২.২	সার্কেলওয়ারী রাজস্ব প্রাপ্তি	৯
২.৩	রাজস্ব প্রাপ্তি ও পরিচালন ব্যয়	১১
২.৪	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দ ও ব্যয়	১৩
২.৫	স্থায়ী মূলধন (সরকারী বিনিয়োগ)	১৫
৩.১	স্বয়ংক্রিয় এক্সচেঞ্জ সমূহের সংযোগ ধারণ ক্ষমতা।	২৭
৩.২	ম্যানুয়েল এক্সচেঞ্জ সমূহের ধারণ ক্ষমতা।	২৮

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের গঠন।

১.১ বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের গঠন ।

১.১.১ ১৮৫৩ ইং সনে ব্রিটিশ ভারতে তদানীন্তন ডাক ও তার বিভাগের টেলিগ্রাফ শাখা যাহা টেলিগ্রাফ আইন ১৮৮৫ এর আওতায় পরিচালিত হইত তাহা পাকিস্তান আমলে ১৯৬২ ইং সালে পাকিস্তান টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগ নামে একটি স্বতন্ত্র সরকারী বিভাগে পরিণত হয় । বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এতদঞ্চলে স্থাপিত সমুদয় টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন সংস্থাপনাদি লইয়া বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগ গঠিত হয় এবং ১৯৭৫ ইং সাল পর্যন্ত ইহা একটি সরকারী বিভাগ হিসাবে চালু থাকে ।

১.১.২ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড অধ্যাদেশ নং-৩৭, ১৯৭৫ ইং বলে "টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড" নামে ইহা একটি বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড অধ্যাদেশ নং-১১, ১৯৭৯ ইং বলে বর্তমান "বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড" নামে সরকারী বোর্ডে রূপান্তরিত হয় ।

১.১.৩ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন চেয়ারম্যান, ৪(চার) জন স্থায়ী সদস্য ও ৩(তিন) জন খণ্ডকালীন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত এই বোর্ড ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে একটি পুরাপুরি সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হয় ।

চিত্র-১

বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

(১৯৮৫—১৯৮৬)

পরিচালক পর্যায় পর্যন্ত

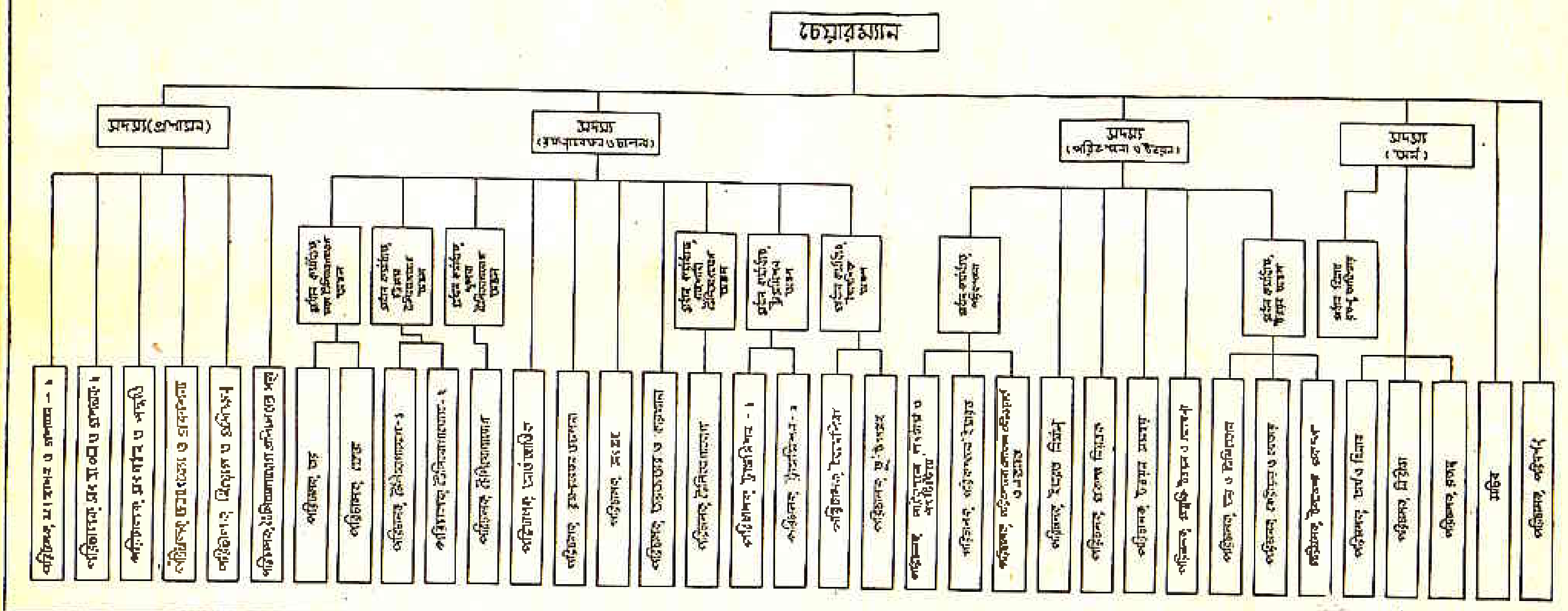

দ্বিতীয় অধ্যায়

আর্থিক প্রতিবেদন

২.১ আর্থিক প্রতিবেদন

২.১.১ বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ এর বোর্ডের অর্থ উইং এর উপর ন্যাস্ত। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন সদস্য (অর্থ), বোর্ডের সার্বিক আর্থিক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য এই উইং এর প্রধান হিসাবে নিয়োজিত।

বাংলাদেশ টি এন্ড টি বোর্ডের অর্থ উইং নিম্ন বর্ণিত পরিচালক মন্ডলী দ্বারা গঠিত, যেমন -

(ক) পরিচালক অর্থ ও হিসাব
(খ) পরিচালক নিরীক্ষা
(গ) পরিচালক রাজস্ব (ফিল্ড ইউনিট)

পরিচালকগন পরিদপ্তর সমূহের প্রধান। তাঁহাদের সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করেন, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক এবং হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাগন ও তাঁহাদের অধীনস্থ কর্মচারীবৃন্দ।

উপরোক্ত কর্মকর্তাগন ছাড়াও একজন প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা রহিয়াছেন যিনি পুরাতন পদ্ধতির সরকারী হিসাব হইতে আধুনিক বানিজ্যিক হিসাব পদ্ধতি প্রবর্তন এবং অর্থ উইং এর পরিচালকগনের বিবিধ কার্যকলাপের সমন্বয় সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ও পরিচালকগন তাঁহাদের কাজকর্মের জন্য সদস্য, অর্থের নিকট দায়ী থাকেন।

রাজস্ব আয়:

২.১.২ বোর্ডের তথা টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিসের সর্বক্ষেত্রে পর্যালোচনাধীন সময়ে আর্থিক অবস্থার সুষম বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বৃদ্ধির হার ১১.২০% সন্তোষজনক বলিয়া গন্য করা যায়।

বাজেট সম্পাদন ঃ

২.১.৩ রাজস্ব প্রশাসনে গতি সঞ্চার করায় এবং বিশেষভাবে বকেয়া রাজস্ব আদায়ে তৎপরতা জোরদার করায় বাজেটে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য মাত্রা স্থির করা হইয়াছিল তাহাও অধিক রাজস্ব আদায় হইয়াছে। এই বৎসরে সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য মাত্রা ছিল ১৭০,০০,০০,০০০ টাকা। আদায় হইয়াছে ১৮২,৯৮,৮৭,০২৯ টাকা। ফলে খরচ বাদ দিয়া নীট উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছে ৪০.০২ কোটি টাকা। একটি তুলনামূলক বিবরণী এক নজরে দেখিবার জন্য সারণী নং- ২.১.১ তে প্রদত্ত হইল।

সারণী - ২.১.১

খাত	প্রকৃত ১৯৮৪-৮৫	বাজেট প্রাক্কলন ১৯৮৫-৮৬	সংশোধিত প্রাক্কলন ১৯৮৫-৮৬	প্রকৃত ১৯৮৫-৮৬
রাজস্ব প্রাপ্তি	১৫০,৯৪,০২	১৫৫,০০,০০	১৭০,০০,০০	১৮২,৯৮,৮৭
মোট খরচ	১২০,৪০,৬৬	১২২,০৮,৭০	১৪২,০০,০০	১৪২,৯৬,৮১
প্রকৃত উদ্বৃত্ত	২৭,৫৩,৩৬	৩২,৯১,৩০	২৮,০০,০০	৪০,০২,০৬

নোট (১) ঃ মোট রাজস্ব প্রাপ্তি, মোট খরচ এবং প্রকৃত উদ্বৃত্তের চিত্র লেখ চিত্র নং- ২.১ তে দেখান হইল।

২.১.৩.১ বেতন, ভাতা, সম্পদ সংরক্ষণ, নিরীক্ষা হিসাব, অবসর ভাতা এবং পুর্নবীকরণ তহবিলে দেয় চাঁদা ও সুদ সহ সংশোধিত বাজেটে সর্বমোট রাজস্ব ব্যয়, ১৪২,৯৬,৮১,৭১৭ টাকা বাদ দিয়াও প্রকৃত উদ্বৃত্ত হইয়াছে ৪০,০২,০৫,৩১২ টাকা। এই উদ্বৃত্ত সংশোধিত বাজেটের লক্ষ্য মাত্রা অপেক্ষা ১২,০২,০৫,৩১২ টাকা অধিক। সংশোধিত বাজেটে ধার্যকৃত ব্যয় ১৪২,০০,০০,০০০ টাকার স্থলে খরচ ০.০০৫ বেশী হইয়াছে। অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের তুলনায় ও দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির আলোকে এই ব্যয় বৃদ্ধির হার নগণ্য হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে।

রাজস্ব আদায়

২.১.৩.২ মোট রাজস্বের ৭৫.৮২% রাজস্ব শুধু টেলিফোন সার্ভিসের । ইহা সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে । ১৯৮৫-৮৬ সনের রাজস্ব আদায় ও বকেয়া পাওনার পরিমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল :-

১-৭-৮৫ তারিখে বকেয়ার পরিমাণ	- ২২,৯৯,৪০,২০০ টাকা
১৯৮৫-৮৬ সনের ইস্যুকৃত বিলের পরিমাণ	-১৮৮,১০,৮৯,৯২১ "
১৯৮৫-৮৬ সনের আদায়যোগ্য বিলের পরিমাণ	-২১১,১০,০০,১২১ "
১৯৮৫-৮৬ সনের আদায়ী বিলের পরিমাণ	-১৮২,৯৮,৮৭,৩২১ "
১-৭-৮৬ ইং তারিখে বকেয়া বিলের পরিমাণ	- ২৮,১৪,৪২,৮০০ "

বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ১লা জুলাই'৮৬ তারিখে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় । কারণ জুন'৮৬ মাসে ইস্যুকৃত বিল পরিশোধের জন্য গ্রাহকগণকে জুলাই'৮৬ মাসের ৭ তারিখ পর্যন্ত সময় প্রদান করায় উক্ত মাসে বিলকৃত ১০,৮০,৮৭,১০০ টাকা প্রায় সম্পূর্ণই বকেয়ায় সংযোজিত হয় । টেলিফোন সংযোগ সংখ্যা প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে । আলোচ্য বৎসরে ইস্যুকৃত বিলের তুলনায় আনুপাতিক হারে এই বকেয়া পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা খুব একটা হ্রাস/বৃদ্ধি পায় নাই ।

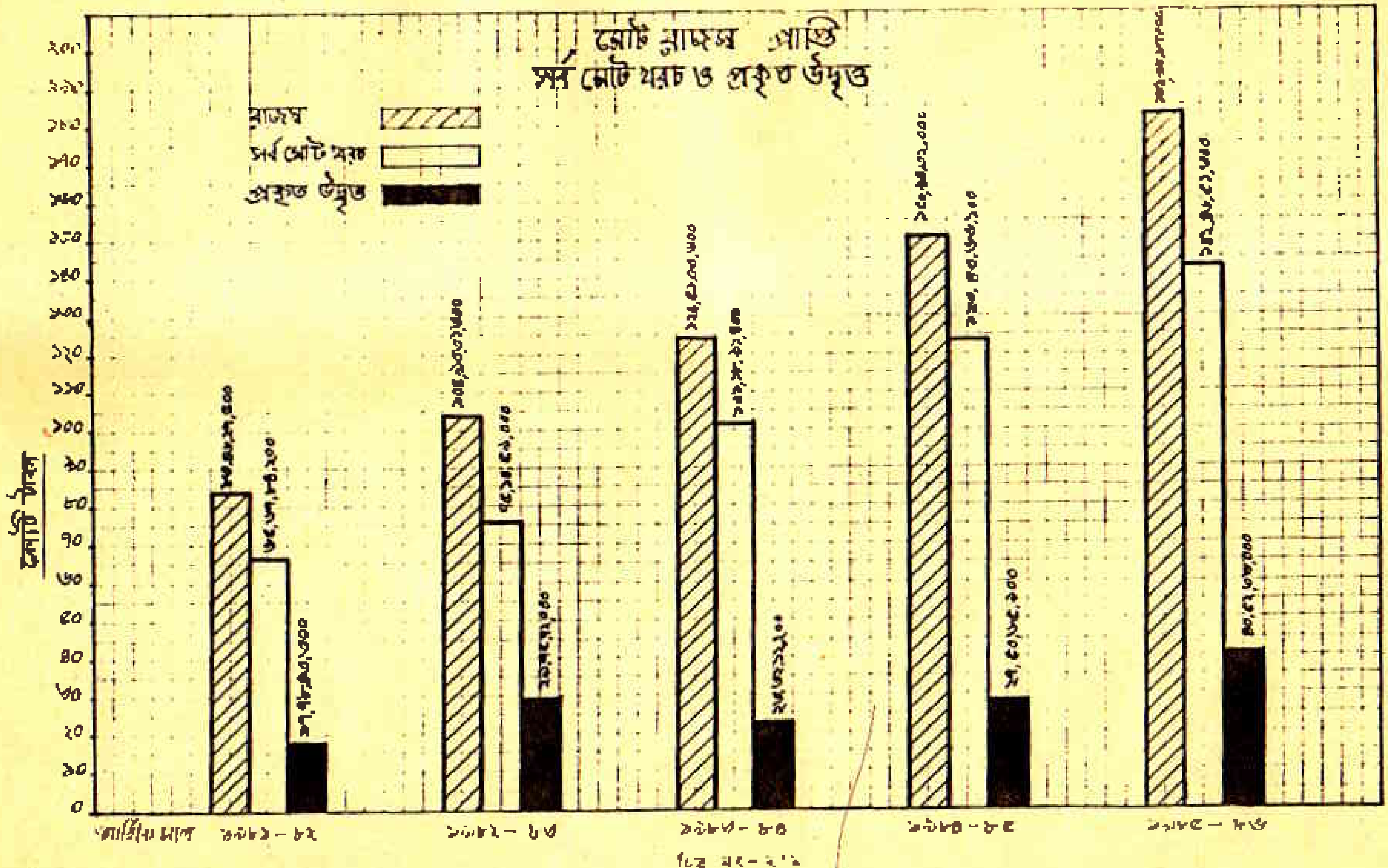
মোট রাজস্ব প্রাপ্তি
সর্ব মোট খরচ ও প্রকৃত উদ্বৃত্ত
রাজস্ব
সর্ব মোট খরচ
প্রকৃত উদ্বৃত্ত
কোটি টাকা
আর্থিক সাল

চলনা রাজস্ব ঃ

২.১.৪ নিম্নে ১৯৮১-৮২ সাল হইতে পর্যালোচনাধীন সাল পর্যন্ত চালনা রাজস্বের একটি তুলনামূলক সার্ভিসওয়ারী বিবরণ প্রদান করা হইল ঃ-

সারণী নং- ২.১.২ (টাকার অংক হাজারে)

দফা	খাত	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব	তার	৫৫২০০.৮	৫১২০১.৯	৪৫৯৪৪.১	৩৯৮৫৭.৭	৩৯৫১৫.৭
হ্রাস-বৃদ্ধির হার		৫.১২%	(-) ৭.০%	(-)১০.২৭%	(-)১০.২৫%	(-) ০.৮৬%
রাজস্ব	দূরালেখনী	৬৬১৯৫০.৩	৮১১৮৫২.৩	৮৬০২০০.৮	১১০৭১৬৮.৯	১০৮৭৪০৫.২
হ্রাস-বৃদ্ধির হার		২৪.০২%	২২.৬৫%	৬.০০%	২৮.২৬%	(+) ২৫.০১%
রাজস্ব	টেলেক্স	৭০৬৪৬.৫	১১০৫২৭.৯	১৬৫৭৭৭.৯	১৭৮৫৮০.৫	২১৯১২২.৫
হ্রাস-বৃদ্ধির হার		১২.১১%	৫৩.০৯%	৪৯.৯১%	৭.৭২%	২২.৭৪%
রাজস্ব	অন্যান্য	৪০৮০২.২	৭৫৪৪৯.২	১৭০৬৪৭.৮	১৮০৮২৪.৯	১৮৩৭৪৩.৯
হ্রাস-বৃদ্ধির হার		(-) ৭.১৮%	৭২.২৫%	১২৫.৫%	৩.০০%	(-) ০.০৪%
মোট রাজস্ব		৮০৪৬২৭.৫	১০৪৯০০১.৩	১২৪৫১০০.৬	১৫০৯৪০২.০	১৮২৯৮৮৭.০
হ্রাস-বৃদ্ধির হার		১৯.০৮%	২৫.৬৯%	১৮.৬৯%	২১.২০%	(+) ২১.২০%

পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরের রাজস্ব প্রাপ্তি ৩২,০৪,৫৫,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে ।

নোট (২) ঃ- ১৯৮১-৮২ হইতে ১৯৮৫-৮৬ ইং পর্যন্ত সার্ভিস ভিত্তিক রাজস্ব প্রাপ্তির চিত্র লেখ চিত্র নং- ২.২ তে দেখান হইল ।

চলতি ব্যয় :

২'৮'৫ প্রচলিত হিসাব ও পরিসংখ্যা (কমিটি)পদ্ধতিতে বিভিন্ন খাতের চলতি ব্যয় সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। ইহা বর প্রবর্তিত বাণিজ্যিক হিসাব রক্ষণের মাধ্যমেই সম্ভব ।

নিম্নে প্রচলিত নিয়মের একটি তুলনামূলক হক প্রদত্ত হইল :-

সারণী - ২'৮'৩ (টাকার অংকে হাজারে)

খাত	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬
পরিচালনা ব্যয়	৩২০১৬৯'২	৩৬৬৪০৭'০	৪১২০০০'৬	৬০৫০০৭'৪	৭৪৪০৩০'৭
হ্রাস-বৃদ্ধির হার	১১'৭৯১	৭'২১	১৮'৯২	৪৬'৮৫১	২৩'০০%

পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় পরিচালন ব্যয় ২৩'০০% বৃদ্ধি পাইয়াছে । সার্বিক রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য টেলিফোন সার্ভিসের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে রাজস্ব আয়ের তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধির হার কম ।

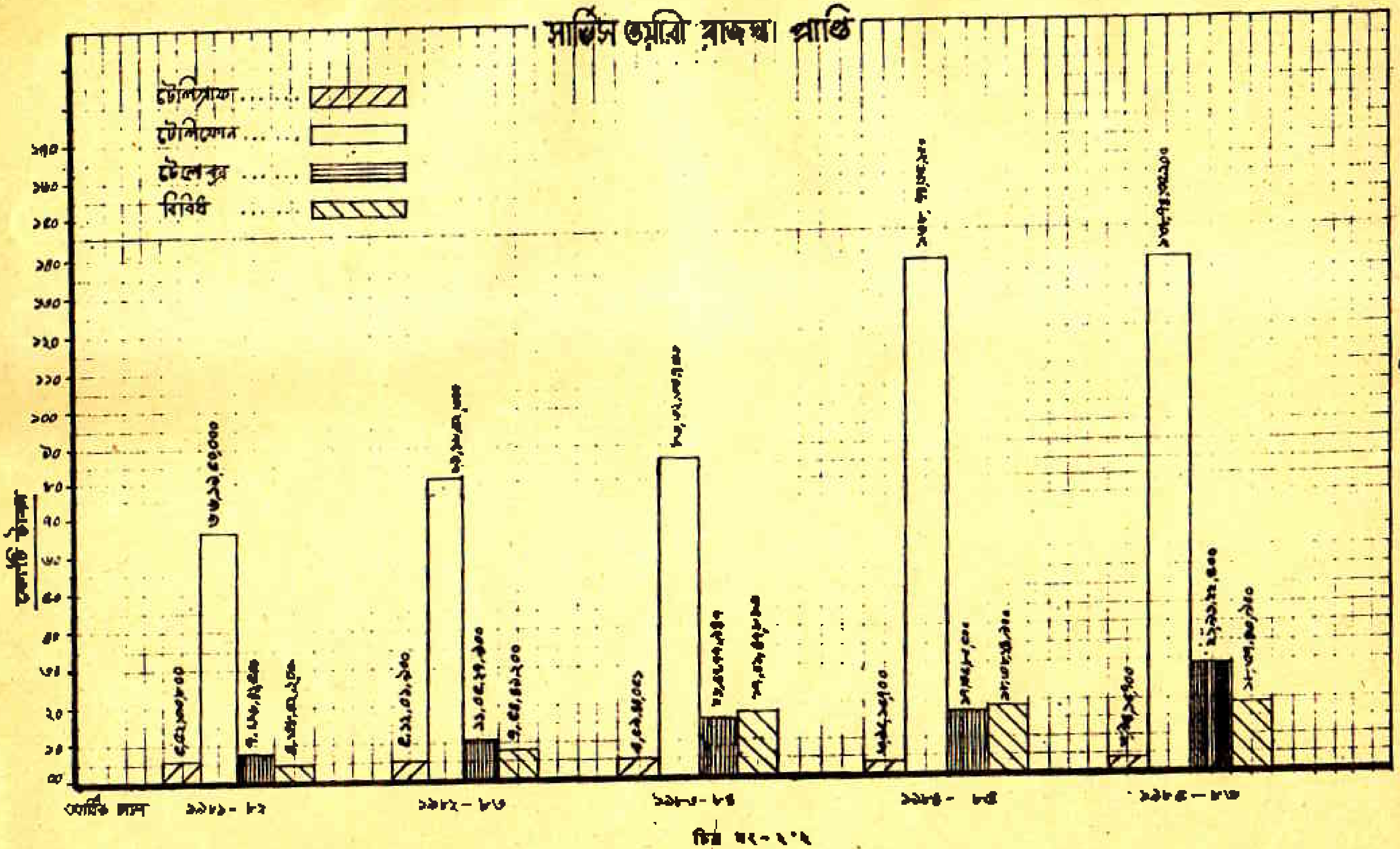
সার্ভিস ওয়ারী রাজস্ব প্রাপ্তি
টেলিগ্রাফ
টেলিফোন
টেলেক্স
বিবিধ
কোটি টাকা
১৯৮১-৮২
১৯৮২-৮৩
১৯৮৩-৮৪
১৯৮৪-৮৫
১৯৮৫-৮৬

প্রকৃত উদ্বৃত্ত :

২.১.৬ পর্যালোচনাধীন বৎসরটি ছিল অগ্রগতির প্রতীক। উক্ত বৎসরে প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তি হইয়াছে ১৮২,১৮,৮৭,০০০ টাকা এবং উহার বিপরীতে মোট ব্যয় হইয়াছে ১৪২,৩৬,৫১,০০০ টাকা। ফলে প্রকৃত উদ্বৃত্ত হইয়াছে ৪০,৫২,৩৬,০০০ টাকা যাহা রাজস্ব প্রাপ্তির ২২.১৫%।

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনায় এবং রাজস্ব আয়ের অগ্রগতিতে বিশ্ব ব্যাংক মিশন (আই, ডি, এ,) তাহাদের সাহায্য স্মারকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছে।

নোট -(৩) :- ১৯৮১-৮২ সাল হইতে ১৯৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত রাজস্ব প্রাপ্তি ও পরিচালন ব্যয়ের একটি হিসাব লেখ চিত্র নং-২.৩ -তে দেখানো হইল।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (মূলধন ব্যয়) :

২.১.৭ টি এন্ড টি বোর্ডের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দ ও খরচ নিয়ন্ত্রণসহ উন্নয়ন কর্মকান্ডের আর্থিক তদারকী বোর্ডের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন উইং করিয়া থাকে। শুধু খরচের হিসাব অর্থ উইং এর উপর ন্যাস্ত আছে। খরচের আর্থিক সম্মতি প্রয়োজনমত অর্থ উইং হইতে নেওয়া হয়।

পর্যালোচনাধীন বৎসরে অনুমোদিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য ১৯৮৫-৮৬ সালের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :-

সারণী - ২.১.৪ (অংক লক্ষ টাকায়)

দফা	স্থানীয় মুদ্রায়	প্রকল্প সাহায্য বৈদেশিক মুদ্রা	বার্ষিক উন্নয়ন প্রোগ্রামে মোট টাকার পরিমাণ	পরি-কল্পনা সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১। বর্ন্টন (বরাদ্দ)					
চলমান (কোর বা প্রধান)	১৪৭৫.০০	২১০.০০	১৬৮৫.০০	৫	
চলমান (নন কোর বা অপ্রধান)	১৭৩৫.৬০	২৫১৭.০০	৪২৫২.৬০	১৭	
নতুন (নন কোর বা অপ্রধান)	-	-	-	-	
মোট :-	৩২১০.৬০	২৭২৭.০০	৫৯৩৭.৬০	২২	

১	২	৩	৪	৫	৬
২। বস্ত্র					
চলমান(কোর বা প্রধান)	১৩৮২'৫৭	৩৩৮'৮৬	১৮৯৯'৭২	৫	
চলমান(নন কোর বা অপ্রধান)	১৩৩৩'০৭	১০৮৪'৫৯	২৮৩৪'৮৮	১৭	
নূতন (নন কোর বা অপ্রধান)	-	-	-	-	-
মোট :-	২৭১৫'৬৪	১৪২৩'৪৫	৪৭৩৪'৬০	২২	-
৩। উদ্বৃত্ত					
চলমান (কোর বা প্রধান)	(+) ৭'৫৭	(+) ১৯৯'১৬	(+)২০৩'৭২		
চলমান(নন কোর বা অপ্রধান)	(-) ২৭৫'২৩	(-)১১৩৭'৪৯	(-)১৪০৭'৭২		
নূতন (নন কোর বা অপ্রধান)	-	-	-		
মোট উদ্বৃত্ত :	(-)২৬৭'৬৬	(-)৯৩৩'৩৪	(-)১২০৪'০০ (প্রকৃত উদ্বৃত্ত)		

মোট (৪) :- ১৯৮১-৮২ সাল হইতে ১৯৮৩-৮৪ সাল পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ এবং ব্যয়ের একটি হিসাব শেষ চিত্র নং-২'৩ -তে প্রদর্শিত হইল।

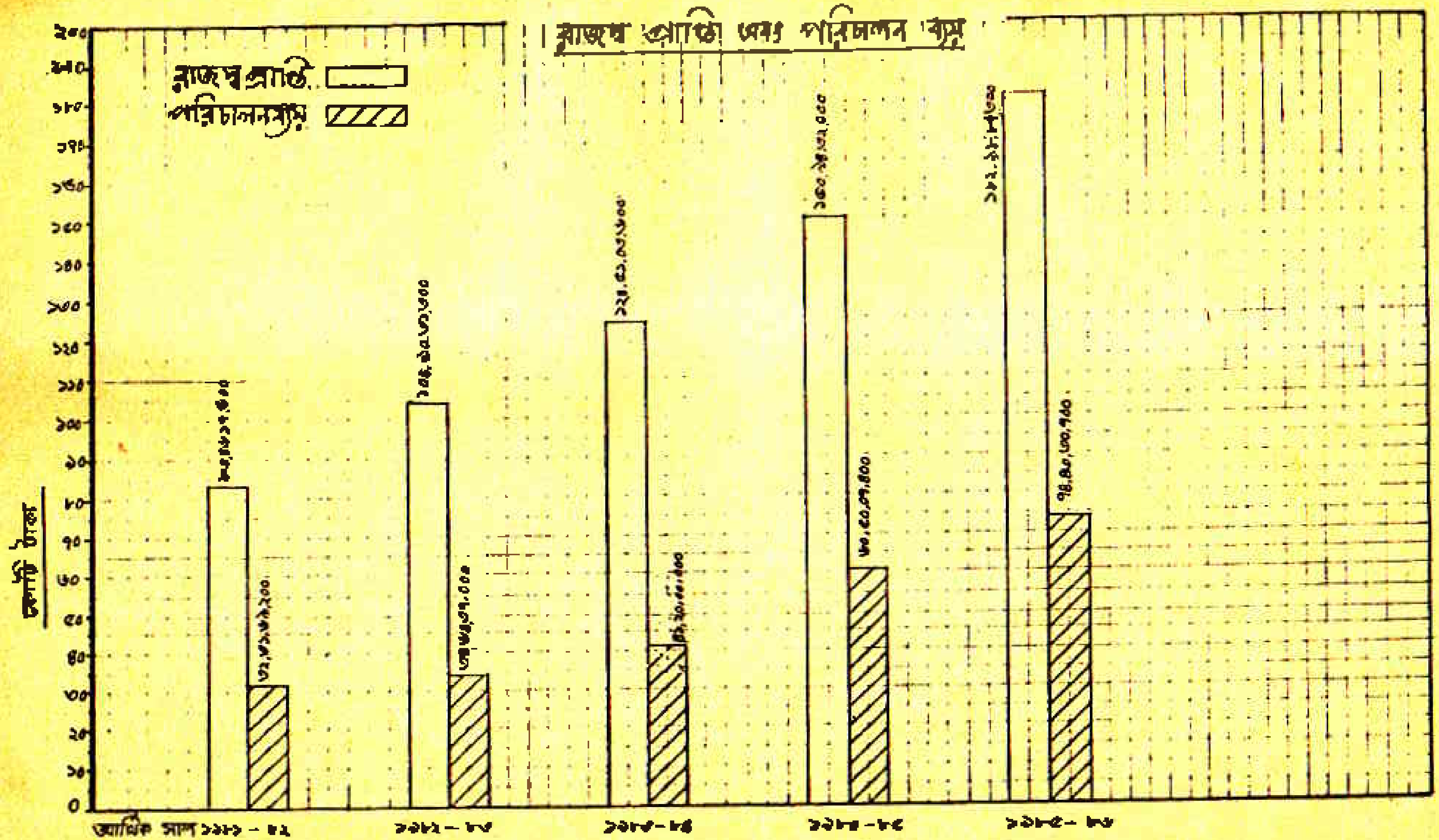

চিত্র নং ২.০

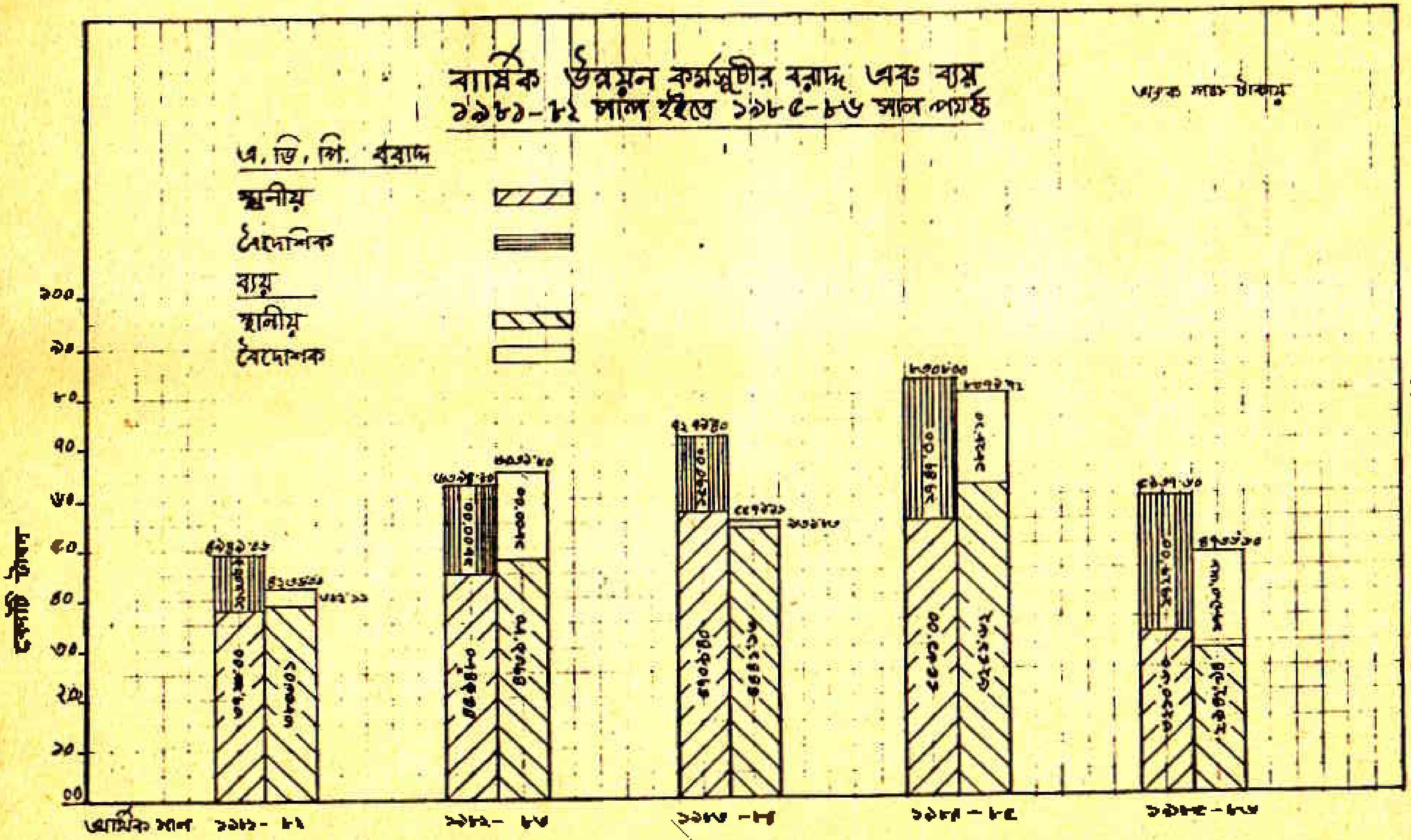
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দ এবং ব্যয়
১৯৮১-৮২ সাল হইতে ১৯৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত
অংক লক্ষ টাকায়
এ.ডি.পি. বরাদ্দ
স্থানীয়
বৈদেশিক
ব্যয়
স্থানীয়
বৈদেশিক
কোটি টাকা
আর্থিক সাল

চলতি মূলধন :

২.১.৮ ১৯৮৪-৮৫ সনের শেষ পর্যন্ত সুদ বহনকারী মূলধনের অনুমতির পরিমাণ ছিল ৫০০.৯৯ কোটি টাকা (বোর্ডের নিজস্ব মুনাফা হইতে ব্যয় বা Self Financing ব্যতিরেকে)। এই হিসাবে স্বাধীনতা পূর্বকালীন বিনিয়োগ ৪৮.০৭ কোটি এবং ১৬/১২/৭১ ইং হইতে ৩০/৬/৭২ ইং পর্যন্ত বিনিয়োগকৃত ১.৭৬ কোটি টাকাও অন্তর্ভুক্ত আছে। পর্যালোচনাধীন বৎসরে চলতি মূলধন ৫৫৮.২৮ কোটি টাকা।

সারণী - ২.১.৫

১৯৮১-৮২ সাল হইতে ১৯৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত চলতি মূলধনের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :-

বার্ষিক বৎসর	টাকার অংক হাজারে	
১৯৮১-৮২ সনের পূর্ব পর্যন্ত	২৭০,৬০,০০	
১৯৮১-৮২	৪২,০৬,০০	
১৯৮২-৮৩	৬৬,০৯,৮০	
১৯৮৩-৮৪	৪৮,৫২,৫৯	এস.এফ. (Self Financing) ৭২৭৫৪ টাকা ব্যতিরেকে।
১৯৮৪-৮৫	৭৪,০২,০৯	এস.এফ. (Self Financing) ৬৭,৭০০ টাকা ব্যতিরেকে।
১৯৮৫-৮৬	৪৭,০৬,৬০	
১৯৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত	৫৫৮,২৭,৬০	

নোট (৪) :- ১৯৮১-৮২ এর পূর্ববর্তী ও ১৯৮১-৮২ হইতে ১৯৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত মূলধন(সরকারী বিনিয়োগ)এর হিসাব শেষ ছিঃ নং-২.৫ তে দেখানো হইবে।

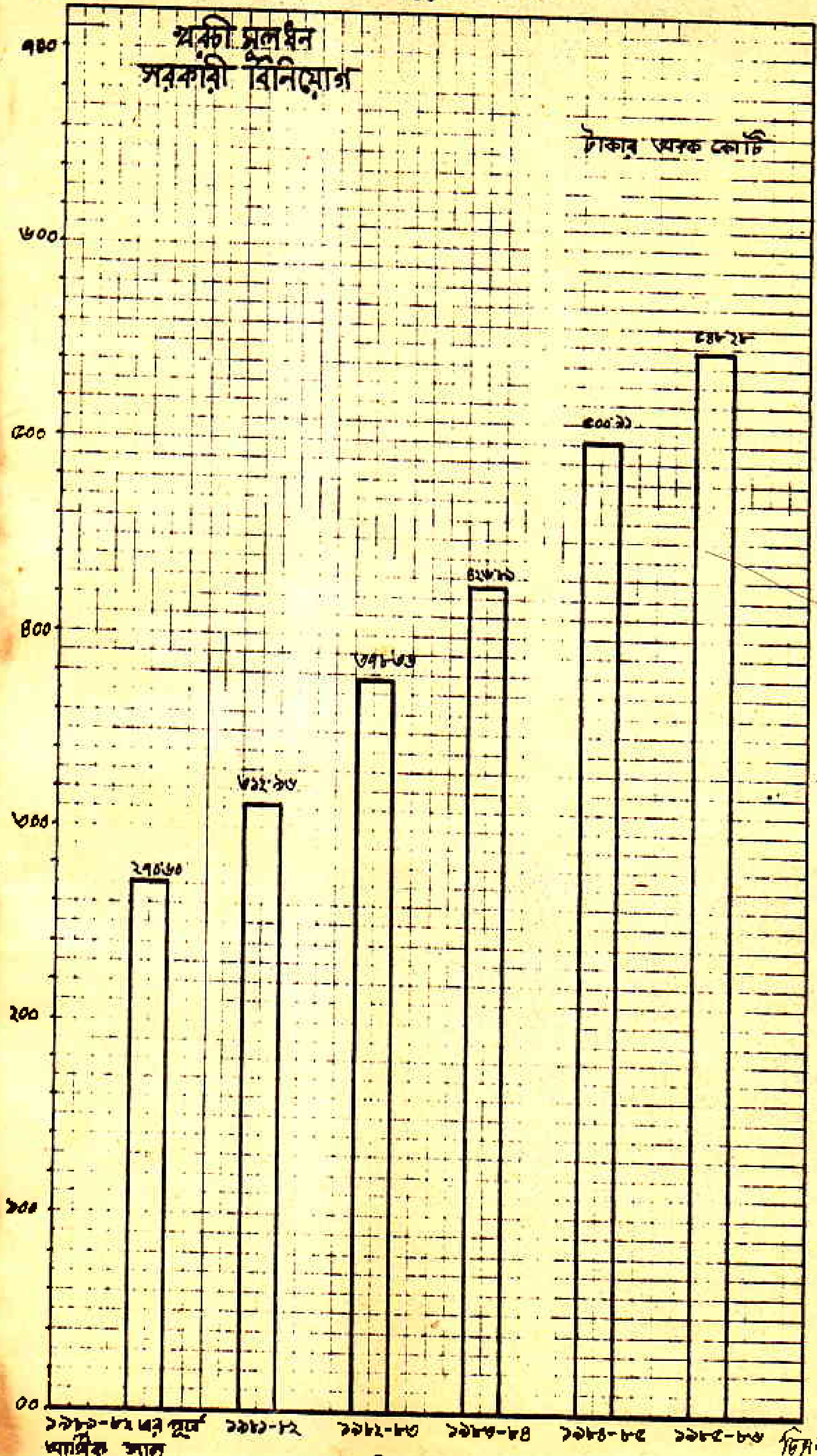

সরকারী মূলধন
সরকারী বিনিয়োগ
টাকার অঙ্ক কোটি
৭০০
৬০০
৫০০
৪০০
৩০০
২০০
১০০
০০
৫০০·৩১
১৯৬১-৬২
১৯৬২-৬৩
১৯৬৩-৬৪
১৯৬৪-৬৫
১৯৬৫-৬৬

চিত্রনং ২·৫

অনুন্নয়ন :

২.৯. ১৯৮৫-৮৬ সালের অনুন্নয়ন বৈদেশিক মুদ্রার বাজেট নিম্নে দেওয়া হইল :-

আমদানী -	টাকা	৮০০'০০	লক্ষ
শুল্ক -	"	১,০০৫'৫০	"
মোট :-	টাকা	১,৮০৫'৫০	লক্ষ

সম্পূর্ণ টাকাই ঐ বৎসর ব্যয় করা হয়।

সার্বিক আর্থিক পরিস্থিতি :

২.১.১০ পর্যালোচনাধীন বৎসরে রাজস্ব ব্যয়ের বাজেট বরাদ্দ ১৪২,০০,০০,০০০ টাকার বিপরীতে ব্যয় হইয়াছে ১৪২,৪৬,৫১,০০০ টাকা। ফলে ৪৬,৫১,০০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে। যন্ত্রাংশের মূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ ও পানির বিল পরিশোধ, বিনিময় মূল্যের উঠানামা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধি এবং দ্রুত সারাদেশ ব্যাপী টেলিকম মাইক্রো নেট ওয়ার্কের কাজ সম্প্রসারণ, রাজস্ব বাজেটে অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রধান কারণ। মূলধন বাজেটের অন্তর্ভুক্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় ২৭'২৭ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত করিয়া মোট ৫৯'০৭ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হইয়াছিল। উহা হইতে ৪৭'০৫ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। এল.সি. খোলা সত্ত্বেও বৈদেশিক মালামাল না পাওয়ায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাধীন বরাদ্দ ব্যবহারে ঘাটতি পড়িয়াছে।

বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে গতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। বয়ন অফিস সমূহে খরচ নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল পর্যায়ে খরচ বরাদ্দ সীমায় সীমাবদ্ধ রাখার এবং আর্থিক শৃংখলা রক্ষায় যথার্থ ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছিল। বয়ন অফিস সমূহে নিয়োজিত নিয়ন্ত্রণ অফিসার রাজস্ব আদায় ও ব্যয় এবং আর্থিক ব্যাপারে বাজেট প্রস্তুত ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দায় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আশা করা যায়। বয়ন অফিস সমূহকে এই কথা উপলব্ধি করার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে যে, বাজেট হইতেছে আর্থিক নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক হাতিয়ার যাহার মাধ্যমে সংগঠনের উদ্দেশ্য সফল করা যায় এবং লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়।

পুনর্বাসীকরন তহবিলের ব্যবহার ঃ-

২'১'১১ ১৯৮০ সালের ১৪ই মার্চ যোগাযোগ মন্ত্রনালয়ের পি.টি.এন্ড টি. বিভাগের টি.টি.বি. এবং অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের মধ্যে এক অধিবেশনের মাধ্যমে দীর্ঘ অমীমাংসিত আর.আর. ফান্ডের ব্যবহার এবং টি.এন্ড টি. বোর্ডে পুরাতন পরিসম্পদ এর নবায়ন করন ও প্রতিস্থাপন বিষয়টি নিস্পত্তি হয়। অর্থ মন্ত্রনালয়ের স্মারক নং-এম.এফ.ডি/এম.ডি/বি.ডব্লিউ.ডব্লিউ এন্ড এম-২/পার্ট.ই-১১-৫ (২৭/৮০/৩০(৭) তারিখ, ২৯-৩-১৯৮০ ইং এর মাধ্যমে টি.এন্ড টি. বোর্ডের আর.আর. ফান্ডের টাকা পুরাতন পরিসম্পদ নবায়ন ও প্রতি-স্থাপনের জন্য ব্যবহার করার প্রস্তাবটি প্রথমবারের মত মন্ত্রনালয় কর্তৃক গ্রহন করা হয়। তদানুযায়ী ১৯৮০-৮৪ সাল হইতে পুনর্বাসীকরন কাজ বোর্ড কর্তৃক হাতে নেওয়া হয়। ৩০-৬-৮৬ ইং পুনর্বাসীকরন তহবিলের পুঞ্জীভূত অর্থের পরিমান ১০৪'৪০ কোটি টাকা।

আধুনিক বাণিজ্যিক হিসাব পদ্ধতি প্রবর্তন ঃ

২'১'১২ প্রচলিত সরকারী পদ্ধতির পাশাপাশি বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের বাণিজ্যিক চাহিদা এবং সুষ্ঠু বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রতিষ্ঠানে আধুনিক বাণিজ্যিক হিসাব পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই কাজ ১৯৮১-৮২ সাল হইতে পরীক্ষামূলক ভাবে চালাইয়া চলিয়াছে। ১৯৮১-৮২ সালের চূড়ান্ত ঘটিত হিসাব এবং ১৯৮২-৮৩ সাল হইতে ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত বার্ষিক খসড়া হিসাব আধুনিক বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে বিশ্ব ব্যাংকের নিকট পেশ করা হইয়াছে। উপরন্তু, ১৯৮৫-৮৬ সালের হিসাবের কাজ চূড়ান্ত করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন ।

৩.১ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

৩.১.১ দেশের সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও সামাজিক উন্নতির সহিত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে জড়িত । কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, যোগাযোগ, ব্যবস্থাপনা প্রশাসনে ইহার গুরুত্ব অপরিসীম ।

সাম্প্রতিক বৎসর সমূহে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে । বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড সম্প্রতি বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প সাফল্য জনক ভাবে সমাপ্ত করিয়াছে । কিন্তু আলোচ্য বৎসরে সীমিত বরাদ্দের জন্য প্রকল্প গুলির বাস্তবায়ন মারাত্মকভাবে ব্যহত হইয়াছে । এই জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে টেলিযোগাযোগ খাতে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ হওয়া প্রয়োজন ।

৩.১.২ প্রকল্প সংখ্যা :- ১৯৮৫-৮৬ সালে মোট উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ২০ টি, তন্মধ্যে ৫ টি কোর এবং ১৫ টি নন-কোর প্রকল্প । ইহা ছাড়া উপজেলা টেলিযোগাযোগ প্রকল্প (নিকার প্রকল্প) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম টেলিযোগাযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব টি. এন্ড টি. বোর্ডের উপর অর্পিত ।

৩.১.৩ বরাদ্দ :- ১৯৮৫-৮৬ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে উল্লেখিত ২০ টি প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল টাকা ৪০০৯.৮০ লক্ষ । তন্মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রায় বরাদ্দ টাঃ ১৮০৭.০০ লক্ষ এবং দেশীয় মুদ্রায় বরাদ্দ টাকা ২২০২.৮০ লক্ষ ।

৩.১.৪ খরচ :- ১৯৮৫-৮৬ সালে মোট বাস্তব ব্যয় টাঃ ৪০০৯.৪৬ লক্ষ । তন্মধ্যে দেশীয় মুদ্রায় টাঃ ২২১৫.৮০ লক্ষ ও বৈদেশিক মুদ্রায় টাকা ১৭৯৩.৬৬ লক্ষ ।

৩.১.৫ কাজের অগ্রগতি :- ১৯৮৫-৮৬ সালে ১০ (দশ) টি নূতন স্বয়ংক্রিয় এক্সচেঞ্জ সংযোজনের পর মোট স্বয়ংক্রিয় এক্সচেঞ্জ এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৪ টি এবং সংযোগ ক্ষমতা দাঁড়ায় ১,৬৩,৬০০ লাইন । ইহা ছাড়া হস্তচালিত এক্সচেঞ্জ এর মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৮৬ এবং সংযোগ ক্ষমতা ২৪,১০১ লাইন । আলোচ্য বৎসরে দেশব্যাপী সরাসরি ট্রাংক ডায়ালিং এর আওতায় ২৮ টি নগর ও শহরকে যুক্ত করা হইয়াছে ।

৩'১'৬ ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরে উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল :-

---

১। ঢাকা মহানগরীতে স্থাপিতব্য মোট ৫০,০০০ লাইনের ডিজিটাল এক্সচেঞ্জের স্পেসিফিকেশন তৈয়ারীর জন্য উপদেষ্টা নিয়োগের প্রাথমিক কাজ শেষ হইয়াছে।

২। গুলশান ও মিরপুর এক্সচেঞ্জগুলির প্রত্যেকটিতে ২০০০ লাইনের বর্ধিত করণের কাজ শেষ হইয়াছে।

৩। পল্লী এলাকায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বেশ কিছু সংখ্যক স্বয়ংচালিত এবং ম্যানুয়েল এক্সচেঞ্জ স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।

৪। দেশের আরও কিছু সংখ্যক শহরকে দেশব্যাপী সরাসরি ট্রাংক ডায়ালিং নেটওয়ার্কের আওতায় আনার কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।

৫। ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক টেলিফোন ও টেলেক্স ট্রাফিকের মোকা-বিলার উদ্দেশ্যে-বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের সম্প্রসারণের এবং আধুনিকীকরণের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিবার জন্য ক্রয়াদেশ দেওয়া হইয়াছে।

৬। ঢাকা-চট্টগ্রামের মধ্যে পুরাতন ৯৬০ চ্যানেলের মাইক্রোওয়েভ সংযোগ পদ্ধতির স্থলে নূতন ১৮০০ চ্যানেলের পদ্ধতি স্থাপন করার কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত হইয়াছে। এই নূতন মাইক্রোওয়েভ সংযোগ ব্যবস্থা চালু হওয়ায় ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে টেলিফোন সংযোগের সাথে সাথে টেলিভিশন অনুষ্ঠান আরও সুষ্ঠু এবং ত্রুটিমুক্ত হইয়াছে।

৭। দেশের বিভিন্ন ছোট শহর সমূহকে বড় শহরগুলির সাথে যুক্ত করিবার জন্য ৬০/১২০ চ্যানেল বিশিষ্ট ২৬ টি ইউ.এইচ.এফ. লিংক স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।

৮। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ সুবিধা সম্প্রসারনের মধ্যে জরুরী ভিত্তিতে ২৭২ টি ভি,এইচ,এফ বেতার পি, সি, ও, শ্বাপদের কাছে হতে নেওয়া হইয়াছে ।

৯। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সুষ্ঠু টেলিফোন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বহু সংখ্যক ইউ, এইচ, এফ, রেডিও যন্ত্রপাতি শ্বাপদের হাত হতে নেওয়া হইয়াছে ।

চতুর্থ অধ্যায়

রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনা অনুবিভাগের প্রতিবেদন ।

৪.১ রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনা অনুবিভাগ

৪.১.১ বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে আধুনিক সভ্যতায় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যকীয় অংগ। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও বহিঃ বিশ্বের সহিত আন্তর্জাতিক মানের সংগতি সম্পন্ন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনার দায়িত্ব এই অনুবিভাগের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সদস্য (রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনা) এই অনুবিভাগের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনার প্রধান হিসাবে নিয়োজিত আছেন।

৪.১.২ <u>বিভিন্ন দপ্তর সমূহ</u> : সার্ভিসের পরিচালনা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু ভার ও টেলিফোন বোর্ডের এই রক্ষণ ও চালনা অনুবিভাগটি নিম্নলিখিত চারটি সংরক্ষণ অঞ্চল ও দুইটি পরিমণ্ডলে বিভক্ত :-

ক) <u>ঢাকা টেলিযোগাযোগ অঞ্চল, ঢাকা</u> :

ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও শেরপুর জেলা সমূহে সংস্থাপিত টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠানাদি সমন্বয়ে গঠিত।

খ) <u>চট্টগ্রাম টেলিযোগাযোগ অঞ্চল, চট্টগ্রাম</u> :

চট্টগ্রাম, রাংগামাটি, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, মৌলভী বাজার, সিলেট, সুনামগঞ্জ, জেলা সমূহে সংস্থাপিত টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠানাদি সমন্বয়ে গঠিত।

গ) <u>খুলনা টেলিযোগাযোগ অঞ্চল, খুলনা</u> :

খুলনা, যশোহর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদাহ, নড়াইল, মাগুড়া, চুয়াডাংগা, মেহেরপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, ভোলা ও বরগুনা জেলা সমূহে সংস্থাপিত টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠানাদি সমন্বয়ে গঠিত।

ঘ) রাজশাহী টেলিযোগাযোগ অঞ্চল, রংপুর ঃ

রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, নবাবগঞ্জ, নাটোর ও নওগাঁ জেলা সমূহের সংস্থাপনাদি সমন্বয়ে গঠিত।

ঙ) ট্রান্সমিশন অঞ্চল, ঢাকা ঃ

দেশের আভ্যন্তরীণ সকল দূরপাল্লার টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানাদির সমন্বয়ে গঠিত।

চ) বৈদেশিক টেলিযোগাযোগ অঞ্চল, ঢাকা ঃ

বহির্বিশ্বের সহিত টেলিযোগাযোগের ব্যবস্থায় সংযুক্ত সংস্থাপনাদির ও ঢাকা মহানগরীর টেলেক্স সার্ভিস সংস্থাপনাদি সমন্বয়ে গঠিত।

ছ) কেন্দ্রীয় দপ্তরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সংক্রান্ত পরিদপ্তর।

জ) কেন্দ্রীয় দপ্তরে অবস্থিত আভ্যন্তরীণ পরিচালন ও সংরক্ষণ বিষয়াদি সংক্রান্ত পরিদপ্তর।

৪.১.৩ উৎপাদন সংরক্ষণ অঞ্চল ও পরিদপ্তর যাহাতে সদস্য (পঃ ও চাঃ) এর সরাসরি অধীনে নিম্নলিখিত দপ্তর সমূহ রহিয়াছে ঃ-

ক) স্থানীয় ও বৈদেশিক ক্রয়ের নিমিত্তে পরিচালক (সংগ্রহ) এর দপ্তর।

খ) প্রস্তুত/সংগৃহীত মালামাল সঠিক গুদামজাতকরণ ও বিতরণ এবং টেলিগ্রাফ কারখানায় বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী তৈয়ার করনের ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে পরিচালক, তার ভান্ডার ও কারখানার পরিদপ্তর।

গ) দেশের সকল টেলিযোগাযোগ সংস্থাপনাদি ও অফিস সমূহের প্রয়োজনীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্রাদি সংস্থাপন, চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এর নিমিত্তে বিভাগীয় প্রকৌশলী শীতাতপ নিয়ন্ত্রনের দপ্তর ।

ঘ) টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি নিয়মিত পরীক্ষণ ও এর্থিং নিয়ন্ত্রনের নিমিত্তে বিভাগীয় প্রকৌশলী এর্থিং নিয়ন্ত্রনের দপ্তর ।

৪.১.৪ প্রতিটি রক্ষণাবেক্ষণ অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা একজন প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (আঞ্চলিক প্রধান) এর উপর ন্যস্ত । তাঁহার কাজের সহায়তার জন্য পরিচালক, সহঃ প্রধান কর্মাধ্যক্ষ, বিভাগীয় প্রকৌশলী, মুখ্য তত্ত্বাবধায়ক, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী পরিচালক, সহকারী প্রকৌশলী, ঊর্ধ্বতন উপ-সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক, ইত্যাদি পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নিয়োজিত আছেন ।

প্রতিটি পরিদপ্তরের প্রধান হিসাবে একজন পরিচালক এবং তাঁহাকে সহায়তা করার জন্য উপ-পরিচালক, বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী পরিচালক, সহকারী প্রকৌশলী ও অন্যান্য পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিয়োজিত আছেন ।

৪.১.৫ <u>রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনা প্রতিবেদন</u> : পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের মত ১৯৮৫-৮৬ সালে নূতন এক্সচেঞ্জ স্থাপন এবং চালু এক্সচেঞ্জগুলির সম্প্রসারণ ছাড়াও আন্তঃজেলা টেলিফোন যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ সাধন, অধিকাংশ এক্সচেঞ্জের মেরামত এবং অকেজো ও পুরাতন এক্সচেঞ্জগুলির পরিবর্তন করা হয় ।

অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবলের ঘন ঘন ক্ষতি সাধন, অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, তামা ও অন্যান্য ধাতু নির্মিত তার চুরি এবং বর্ধিতহারে পূর্বের স্থাপিত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উপর সম্প্রসারনজনিত চাপ, উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোকের স্বল্পতা এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতাহেতু আকাংখিত লক্ষ্যে পৌছানোর অনুকূল পরিবেশ অর্জিত হয় নাই । বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনেও টেলিযোগাযোগ সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থায় রাখা সম্ভব হয় নাই ।

এতদসত্ত্বেও সম্মানিত গ্রাহকদের সুবিধার্থে নূতন এক্সচেঞ্জ স্থাপন এবং চালু এক্সচেঞ্জগুলির সংস্কার ও সম্প্রসারণের কাজে আলোচ্য বৎসরে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়।

১৯৮৫-৮৬ সনের অর্থ বৎসরে বিভিন্ন অগ্রগতির ক্ষেত্রে এলাকাওয়ারী একটি চিত্র তুলিয়া ধরা হইল :-

৪.১.৬ <u>টেলিফোন এক্সচেঞ্জ</u> :- উপজেলা পর্যায়ের নূতন এক্সচেঞ্জ সংস্থাপন ও চালনা এবং চালু এক্সচেঞ্জ সমূহের সম্প্রসারণ কাজে আলোচ্য বৎসরে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সারণী নং-৪.১.১ তে স্বয়ংক্রিয় এবং ম্যানুয়েল এক্সচেঞ্জ সমূহের অঞ্চল ভিত্তিক একটি তুলনামূলক বিবরণী প্রদান করা হইল।

সারণী - ৪.১.১

এলাকার নাম	১৯৮৪-৮৫			১৯৮৫-৮৬		
	স্বয়ংক্রিয়	ম্যানুয়েল	মোট	স্বয়ংক্রিয়	ম্যানুয়েল	মোট
ঢাকা টেলিঃ অঞ্চল	২১	১০১	১২২	২৩	৯৯	১২২
চট্টগ্রাম টেলিঃ অঞ্চল	২৪	১৪৩	১৬৭	২৫	১৪৭	১৭২
খুলনা টেলিঃ উপকরণ	২৩	১১৬	১৩৯	২৮	১২৫	১৫৩
রাজশাহী টেলিঃ অঞ্চল	১৬	১১৫	১৩১	১৮	১১৫	১৩৩
মোট	৮৪	৪৮৫	৫৬৯	৯৪	৪৮৬	৫৮০

দশটি স্ট্রাউজার ও একটি ম্যানুয়েল এক্সচেঞ্জ সহ আলোচ্য বৎসরে মোট এগারটি নূতন এক্সচেঞ্জ সংস্থাপন করা হইয়াছে। চাঁদপুরের নূতন বাজারে একটি ছয়শত লাইন বিশিষ্ট স্ট্রাউজার এক্সচেঞ্জ সংস্থাপন এবং ঢাকা মহানগরীর শেরে বাংলা নগর ও মগবাজার, রাজশাহী অঞ্চলের রাজশাহী এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের সিলেট এক্সচেঞ্জ যথাক্রমে ২০০০, ৪০০০, ৮০০ ও ১৬০০ লাইনে সম্প্রসারণ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কুমিল্লা, যশোহর ও কুষ্টিয়া এক্সচেঞ্জ সমূহের প্রতিটি ৩০০ লাইন করিয়া সম্প্রসারণ করা হইয়াছে।

৪'১'৭ সংযোগ ক্ষমতা : আলোচ্য বৎসরে এক্সচেঞ্জ সমূহের সংযোগ ক্ষমতা ৮'৯৬% বৃদ্ধি পাইয়া ১,৭১,৮৩৪ হইতে ১,৮৭,৭০১ এ দাঁড়ায়। নিম্ন ছকে এক্সচেঞ্জ সমূহের মোট ক্ষমতার তুলনামূলক বিবরণী দেওয়া হইল।

সারণী - ৪'১'২

অঞ্চলের নাম	১৯৮৪-৮৫			১৯৮৫-৮৬		
	স্ট্রাউজার	ম্যানুয়েল	মোট	স্ট্রাউজার	ম্যানুয়েল	মোট
ঢাকা টেলি: অঞ্চল	৮১,৭০০	৬,২৭১	৮৭,৯৭১	৮৯,১০০	৫,৩৫৫	৯৪,৪৫৫
চট্টগ্রাম টেলি: অঞ্চল	৩৪,৯০০	৭,৮৬১	৪২,৭৬১	৩৯,৬০০	৮,৩১০	৪৭,৯১০
খুলনা টেলি: অঞ্চল	১৮,২০০	৫,৬৬১	২৩,৮৬১	২০,৮০০	৫,৮২৫	২৬,৬২৫
রাজশাহী টেলি: অঞ্চল	১২,৫০০	৫,৭৪১	১৭,২৪১	১৪,১০০	৪,৭৬১	১৮,৮৬১
মোট :	১,৪৭,৩০০	২৪,৫৩৪	১,৭১,৮৩৪	১,৬৩,৬০০	২৪,১০১	১,৮৭,৭০১

৪.১.৮ <u>টেলিফোন সংযোগ</u> :- বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের সামগ্রিক কার্যক্রম বেশিরভাগ টেলিফোন রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনা লইয়াই আবর্তিত। টেলিফোন সংযোগ এবং স্থানীয় ও দুরপাল্লার কল হইতেই বোর্ডের রাজস্বের সিংহভাগ অর্জিত হয়। টেলিফোন সংযোগের চাহিদা এখনও অপরিমিত। সারণী - ৪.১.৩ এ বর্ণিত পূর্ববর্তী বৎসর এবং আলোচ্য বৎসরে অঞ্চলওয়ারী কর্মরত টেলিফোন সংযোগ সংখ্যার একটি তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হইল :-

<u>সারণী - ৪.১.৩</u>

বৎসর	ঢাকা টেলিঃ অঞ্চল	চট্টগ্রাম টেলিঃ অঞ্চল	খুলনা টেলিঃ অঞ্চল	রাজশাহী টেলিঃ অঞ্চল	মোট
১৯৮৪-৮৫	৮৩,৩৩৯	৩৬,৮৬৭	১৭,৬৯৫	১৩,৫১০	১,৫১,৪১১
১৯৮৫-৮৬	৮৯,৭৯৬	৩৯,১৫১	২০,০৪০	১৪,৯৬১	১,৬৩,৯৫৯

প্রবৃদ্ধির হার = ৮.৪০%

৪.১.৯ <u>অপেক্ষমান সংযোগের চাহিদা</u> :- টেলিফোন সংযোগের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে টেলিফোন সংযোগ বৃদ্ধির হার যেখানে ৮.৪০% সেখানে অপেক্ষমান সংযোগ চাহিদার সংখ্যা পূর্ববর্তী বৎসরের ৬১,২৫২ হইতে প্রতিবেদনাধীন বৎসরে ৬৭৭০৭ তে বৃদ্ধি পাইয়া চাহিদার বৃদ্ধির হার দাড়াইয়াছে ১০.৯০%। নিম্নের ছকে বিভিন্ন অঞ্চলের টেলিফোন সংযোগ চাহিদার তুলনামূলক বিবরণী দেওয়া হইল।

<u>সারণী - ৪.১.৪</u>

এলাকার নাম	১৯৮৪-৮৫			১৯৮৫-৮৬		
	স্বয়ংক্রিয়	ম্যানুয়েল	মোট	স্বয়ংক্রিয়	ম্যানুয়েল	মোট
ঢাকা টেলিঃ অঞ্চল	৫০,৪৯৫	১,৪৯৪	৫১,৯৮৯	৪৮,৩১৩	১,৯৫৭	৫০,২৭০
চট্টগ্রাম টেলিঃ অঞ্চল	৪,৮৮৯	১,৪৯৩	৬,৩৮২	১০,৫২১	১,১০১	১১,৬৫২
খুলনা টেলিঃ অঞ্চল	৬৯৪	৬১৮	১,৩১২	১,৮৭৫	৯৯৪	২,৮৭০
রাজশাহী টেলিঃ অঞ্চল	১,০০০	৫৬৯	১,৫৬৯	২,০১৭	৫৯৮	২,৬১৫
মোট :	৫৭,০৭৮	৪,১৭৪	৬১,২৫২	৬০,০২৭	৪,৬৮০	৬৭,৭০৭

প্রবৃদ্ধির হার = ১০.৯০%

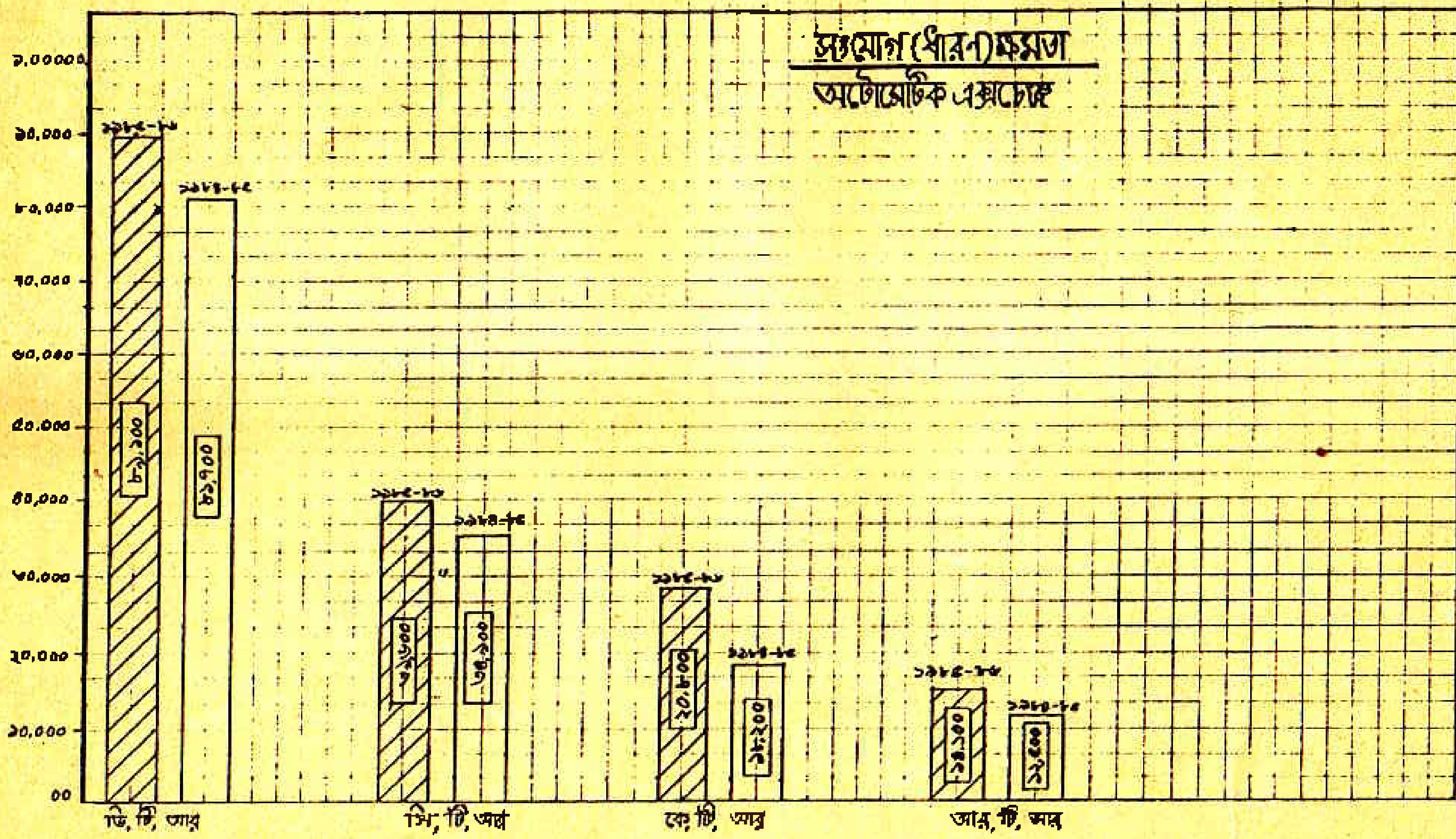

চিত্র নং - ৪'৮

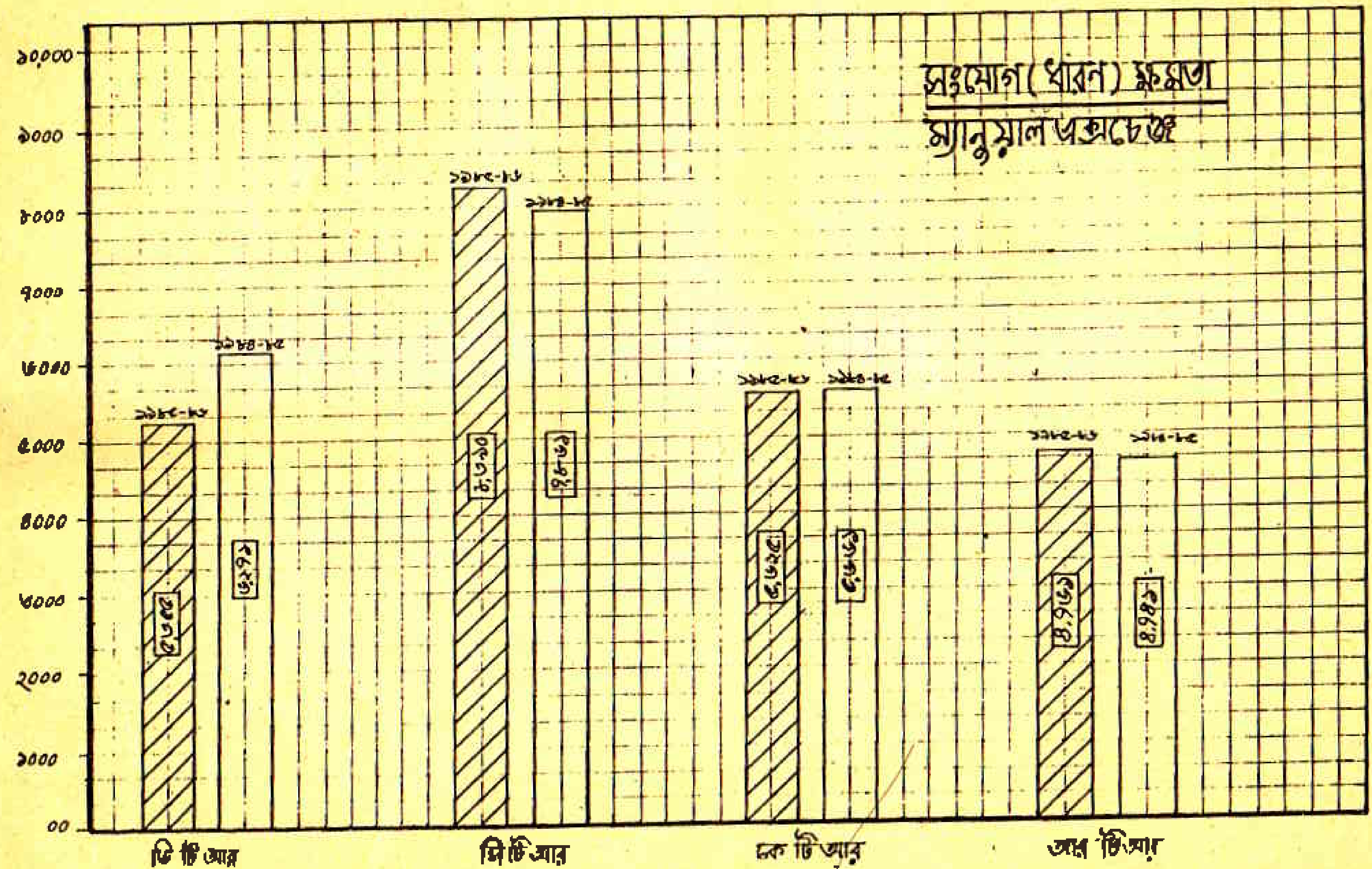

চিত্র নং - ৪.২

৪.১.১০ **প্রতিজনিক শাখা এক্সচেঞ্জ (পি,বি,এক্স) :-**

বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড সম্মানীত গ্রাহকবৃন্দের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিজনিক শাখা এক্সচেঞ্জ (পি,বি,এক্স) সুবিধাদি প্রদান করিয়া থাকে। আলোচ্য বৎসরে এই ধরনের প্রতিজনিক শাখা এক্সচেঞ্জ (পি,বি,এক্স) ৮টি বাড়ানো হইয়াছে। মূল এক্সচেঞ্জের সংযোগ স্থাপনকারী জংশন লাইন ১৯ টি বাড়ানো হইয়াছে। আনুঃ চালু টেলিফোন সংযোগের সংখ্যা গত বৎসর হইতে আরও ৭৫০ টি বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৎসংগে এইরূপ এক্সচেঞ্জ সমূহের ধারন ক্ষমতা গত বৎসরের তুলনায় ৮১৮ টি বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নলিখিত ছকে প্রতিজনিক শাখা এক্সচেঞ্জ (পি,বি,এক্স) এর পূর্ববর্তী বৎসর ও আলোচ্য বৎসরের একটি তুলনামূলক বিবরণ দেওয়া হইল।

সারণী - ৪.১.৫

বিষয়	সংখ্যা		সংখ্যা বৃদ্ধি
	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৫-৮৬
প্রতিজনিক শাখা এক্সচেঞ্জ	৭১২	৭৩০	১৮
বহিঃসংযোগ জংশন লাইন	২,৩৯৬	২,৪১৫	১৯
আনুঃসংযোগ লাইন	২২,০৩৯	২২,৭৮৯	৭৫০
প্রতিজনিক শাখা এক্সচেঞ্জ ক্ষমতা	২৭,১২০	২৭,৯৩৮	৮১৮

৪.১.১১ **অভিযোগ ও সমস্থিত এন্টি (ইন্টারাপশন) :-** সম্মানীত গ্রাহকবৃন্দের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য স্বয়ংক্রিয় এক্সচেঞ্জ সমূহে (ধারন ক্ষমতা অনুযায়ী) এক বা একাধিক অভিযোগ টেবিল রহিয়াছে। ম্যানুয়েল এক্সচেঞ্জে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য অভিযোগ খাতা রহিয়াছে। স্বয়ংক্রিয় এক্সচেঞ্জ সমূহে সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের ১৮ তে ডায়াল করিলেই তৎক্ষনিক ভাবে অভিযোগ বহিতে কর্মরত/কর্মরতা অপারেটর কর্তৃক এন্টির অনুসারে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয় এবং

পরবর্তী যোগাযোগের সুবিধার্থে উক্ত এন্ট্রির নম্বর অভিযোগকারী গ্রাহককে জানাইয়া দেওয়া হয়। অভিযোগ কেন্দ্র এ কর্মরত অপারেটর উক্ত লাইন পরীক্ষা করতঃ এন্ট্রির ধরণ ও অবস্থা নির্ণয় করেন। এন্ট্রি দুই প্রকার হইতে পারে। (১) অভ্যন্তরীণ, (২) বহিঃবিভাগে। বহিঃ বিভাগে এন্ট্রি আবার দুই ধরনের :- ভূ-গর্ভস্থ কেবলে অথবা লাইনে। এন্ট্রির ধরন ও বিভাগ অনুযায়ী যথোচিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ লইয়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে জ্ঞাত করতঃ এন্ট্রি অপসারণের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সাধারণতঃ এন্ট্রি অপসারণের নিমিত্তে কোন এন্ট্রি পরের দিনের জন্য ফেলিয়া রাখা হয় না। তবে এন্ট্রি যদি ভূ-গর্ভস্থ কেবলের ভিতর হয় তাহা দূরীকরণে নানাবিধ কারণ বশতঃ স্বাভাবিক সময় অপেক্ষা বেশী সময় লাগিয়া যায়।

৪.২.১২ দেশের মোট টেলিফোন সংযোগের ৬০% এরও বেশী টেলিফোন সংযোগ প্রদানকারী ঢাকা টেলিফোন অঞ্চলের প্রতিবেদনাধীন বৎসরের বার মাসের টেলিফোন সার্ভিস বিঘ্নিতের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেওয়া হইল :-

সারণী - ৪.১.৬

মাসের নাম	অভিযোগের সংখ্যা	প্রতি টেলিফোনের এন্ট্রি
জুলাই '৮৫	১৯,০৪৫	০.২৬
আগষ্ট '৮৫	১৮,১১২	০.২৪
সেপ্টেম্বর '৮৫	১৮,৭৭৪	০.২৫
অক্টোবর '৮৫	১৮,৭০৮	০.২৫
নভেম্বর '৮৫	১৫,৬৫৯	০.২৪
ডিসেম্বর '৮৫	১৬,২৪৫	০.২২
জানুয়ারী '৮৬	১৭,০১৭	০.২০
ফেব্রুয়ারী '৮৬	১৬,০৭৮	০.২১
মার্চ '৮৬	১৯,৭৪০	০.২৬
এপ্রিল '৮৬	২০,৮৮২	০.৩১
মে '৮৬	২২,৭৫৬	০.২১
জুন '৮৬	২১,৪৫৭	০.২৭

৪.১.১৩ <u>পাবলিক কল অফিস ও কয়েন বক্স টেলিফোন</u> : বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড, জনসাধারণের সুবিধার্থে দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পি,সি,ও, টেলিফোন এবং বড় বড় শহরের বিভিন্ন স্থানে কয়েনবক্স টেলিফোনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। প্রতিবেদনাধীন বৎসরে উক্ত সার্ভিস দুয়ের মোট সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২৭৭ (শহর ৯৭৫, দেহাত-৩০২) এবং ৪৩৭ ।

৪.১.১৪ <u>টেলিফোন সংস্থাপনাদির সংরক্ষণ ব্যবস্থা</u> : নির্ধারিত সময়-সূচী অনুযায়ী সকল ধরনের সংস্থাপনাদি নিয়মিত পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, বাৎসরিক ও প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক সংরক্ষণ কর্মসূচী গ্রহন করা হয়। বিশেষ পরীক্ষণ দলের দ্বারা জংশন কেবল জংশন রিপিটার, ভিপি, কয়েনবক্স, ইত্যাদি পরীক্ষা করতঃ ত্রুটি নিরূপণ ও সংশোধনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। উর্ধতন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত এবং আকস্মিক পরিদর্শনের মাধ্যমে সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীদের কর্মতৎপরতা পুনরীক্ষণ করেন এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন।

৪.১.১৫ <u>টেলিগ্রাফ সার্ভিস</u> : বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড সরকারী অফিস ও জনসাধারণের সুবিধার্থে বিভিন্ন ধরনের টেলিগ্রাফ অফিসের মাধ্যমে টেলিগ্রাফ সুবিধা প্রদান করিয়া থাকে। নিম্নে আলোচ্য বৎসরে চালু বিভিন্ন ধরনের টেলিগ্রাফ অফিসের সংখ্যা দেওয়া হইল।

<u>সারণী - ৪.১.৭</u>

টেলিগ্রাফ অফিসের ধরণ	সংখ্যা
আই, টি, ও,	১
পি, টি, ও,	২
ডি, টি, ও,	১২
এস, টি, ও,	২৭৩
ভুটি, টি, ও,	৩৩২
এক্স, টি, ও,	৩৪
ই,ডি,পি,সি,ও,এস,	৭৪
পি, সি, ও,	৩২৬

৪.১.১৬ টেলিগ্রাফ ট্রাফিক : আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন টেলিগ্রাফ অফিসের মাধ্যমে নিম্নলিখিত পরিশোধিত টেলিগ্রাফ বার্তা প্রেরীত হইয়াছে ।

(ক) অভ্যন্তরীণ পরিশোধিত বার্তা ২৪,০৬,১১১

(খ) আন্তর্জাতিক পরিশোধিত বার্তা :

(১) বহির্গামী ২,১৫,১২১

(২) অন্তর্গামী ৩,১৭,১১৮

(গ) ফটো টেলিগ্রাফ :

(১) বহির্গামী ২১৪

(২) অন্তর্গামী ১৮

৪.১.১৭ টেলেক্স এক্সচেঞ্জ : আধুনিক পদ্ধতির সহিত সংগতি রাখিয়া বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই টেলেক্স সার্ভিসের প্রচলন করিয়াছে । আলোচ্য বৎসরে ৫টি টেলেক্স এক্সচেঞ্জের ধারণ ক্ষমতা ছিল ১৪১০ এবং সংযোগ ছিল ১৩২৪ । অপেক্ষমান চাহিদা ৪২৯ । নিম্নে বিভিন্ন অঞ্চলের টেলেক্স এক্সচেঞ্জ সমূহের একটি তুলনামূলক বিবরনী দেওয়া হইল:-

সারণী - ৪.১.৮

অঞ্চল ও জায়গার নাম	১৯৮৪-৮৫				১৯৮৫-৮৬			
	টেলেক্স এক্সচেঞ্জ সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা	আনুঃ সংযোগ	অপেক্ষমান চাহিদা	টেলেক্স এক্সচেঞ্জ সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা	আনুঃ সংযোগ	অপেক্ষমান চাহিদা
ঢাকা টেলি অঞ্চল, ঢাকা	৩	১১০০	১০১৫	৭৫	৩	১১০০	১০৬৫	২৫০
চট্টগ্রাম টেলিঃ অঞ্চল, চট্টগ্রাম	১	২৬০	২১৪	১৪০	১	২৬০	২২০	১৫৮
খুলনা টেলিঃ অঞ্চল, খুলনা	১	৫০	৩৭	১০	১	৫০	৩৯	১০
মোট =	৫	১৪১০	১২৬৬	২২৫	৫	১৪১০	১৩২৪	৪২৯

৪.১.১৮ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা :- অতি সূক্ষ্ম ও মূল্যবান ইলেকট্রনিক টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি সমূহের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনার জন্য বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড এই সব যন্ত্রপাতি স্থাপন কক্ষে অত্যাবশ্যকীয় ও প্রয়োজনীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে এইরূপ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ধারণ ক্ষমতা ছিল ১৬৬০ টন।

৪.১.১৯ তার কারখানা :- টঙ্গীস্থ তার কারখানাটি টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইনের খুঁটি, টিউব, হুকেট, ব্র্যাকেট, টাই ইত্যাদি সরঞ্জাম তৈয়ার করিয়া থাকে। এই সমস্ত সামগ্রী ছাড়াও এই কারখানা ইস্পাতের আলমারী, কেবিনেট, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি নির্মাণ করিয়া বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের আসবাব পত্রের চাহিদা বহুলাংশে মিটাইয়া থাকে। ১৯৮৫-৮৬ সনে উক্ত কারখানায় এই সমস্ত প্রস্তুতকৃত সরঞ্জামাদির মূল্য ছিল ২,৫১,৩৬,৪৯৪.৬৮ (দুই কোটি একান্ন লক্ষ ছত্রিশ হাজার চারশত চুরানব্বই দশমিক ছয় আট) টাকা।

দূরপাল্লা টেলিযোগাযোগ :

৪.১.২০ (ক) আভ্যন্তরীণ : প্রতিবেদনাধীন বৎসরে দেশের মোট ৫৮০ টি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ সমূহকে ১০ টি ভি,এইচ,এফ, ৫৫টি ইউ,এইচ,এফ, ও ৪৪ টি মাইক্রোওয়েভ বেতার স্টেশন এর মাধ্যমে জাতীয় টেলিফোন ট্রাংক নেট-ওয়ার্কের সহিত সংযুক্ত করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়ায় স্থাপিত ৪ (চার) টি এন,ডব্লিউ,ডি, এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে ২৭ টি জেলা শহরকে এন, ডব্লিউ, ডি, (অন্তঃ দেশব্যাপী সরাসরি ডায়ালিং) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়। যাহার ফলে ঐ সব শহরের গ্রাহকবৃন্দ বহির্গামী কলের ক্ষেত্রেও সরাসরি আন্তর্জাতিক সংযোগের সুবিধা প্রাপ্ত হন।

৪.১.২১ (খ) বৈদেশিক : একই সময়ে বেতবুনিয়া ও তালিবাবাদে অবস্থিত ২ (দুই) টি উপগ্রহ-ভূ-কেন্দ্রের সাহায্যে ২০ টি দেশের মাধ্যমে ১২৪ টি বৈদেশিক ট্রাংক সার্কিট কাজ করে এবং ঢাকার মগবাজারস্থিত আন্তর্জাতিক ট্রাংক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে আই,এস,ডি, গ্রাহকগণ সরাসরি এবং অন্যান্যরা অপারেটরের সাহায্যে পৃথিবীর ১৫৪ টি দেশ/স্থানসমূহের সহিত যোগাযোগ করার সুবিধা ভোগ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

জনশক্তি, কল্যাণমূলক কাজকর্ম ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ।

৫.১ জনশক্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন

৫.১.১ বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড বহুবিধ জনহিতকর কাজ সম্পাদনকারী একটি সরকারী সংস্থা। ইহা প্রধানতঃ নিম্নলিখিত ব্যবস্থার সুষ্ঠু উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও চালনার কাজে নিয়োজিত :-

(১) অভ্যন্তরীণ টেলিফোন ব্যবস্থা

(২) অভ্যন্তরীণ টেলিগ্রাফ ও টেলেক্স ব্যবস্থা

(৩) অভ্যন্তরীণ টেলিভিশন পরিবহন নেট-ওয়ার্ক ব্যবস্থা

(৪) বিদেশের টেলিফোন গ্রাহকগণের সহিত দেশের টেলিফোন গ্রাহকগণের যোগাযোগব্যবস্থা

(৫) বিদেশের সহিত দেশের টেলিগ্রাফ ও টেলেক্স ব্যবস্থা

(৬) দেশ হইতে বিদেশে এবং বিদেশ হইতে দেশে টেলিভিশন অনুষ্ঠান পরিবহন নেট-ওয়ার্ক ব্যবস্থা।

৫.১.২ উপরোক্ত জরুরী ব্যবস্থাদির উন্নয়ন, সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও চালনার নিমিত্তে বোর্ডকে দেশব্যাপী বহু মূল্যবান সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি স্থাপন ও সংরক্ষণ করিতে হয়। যাহার জন্য বোর্ডকে উপযুক্ত কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রকৌশলী, টেকনিশিয়ান, অপারেটর ও কর্মচারী নিয়োজিত রাখিতে হয়। ইহাছাড়া টেলিফোন / টেলিগ্রাফ গ্রাহকগণ হইতে রাজস্ব আদায় এবং প্রশাসনিক কাজ সম্পাদনের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী তার ও টেলিফোন বোর্ডে নিয়োজিত আছেন।

৫.১.৩ ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরে বোর্ডে ২১,১৩৪ জন প্রকৌশলী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োজিত ছিলেন, তাহাদের একটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :-

সারণী - ৫'১'১

ক্রমিক নং	পদবী		সংখ্যা
১।	প্রকৌশলী ও কর্মকর্তা	..	৬৮৮
২।	ঊর্ধ্বতন সহকারী প্রকৌশলী / সহকারী প্রকৌশলী	..	১২৬০
৩।	টেকনিশিয়ান	..	১৯০১
৪।	টেলিফোন অপারেটর	..	৪৫১২
৫।	টেলিগ্রাফিষ্ট	..	৮৫৭
৬।	প্রশাসনিক সহকারী	..	৩৪০৫
৭।	ঊর্ধ্বতন ও কনিষ্ঠ হিসাব রক্ষক	..	১০৫
৮।	অর্ধ-দক্ষ শ্রমিক / কর্মচারী	..	৪৭৫০
৯।	অদক্ষ কর্মচারী	..	৩৫৫৪
		মোট :	২১১০৪ জন

বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৯০ সালের মধ্যে বোর্ডকে ইহার কাজের প্রয়োজনে আরো প্রায় ৪,৫০০ জন টেকনিশিয়ান, প্রকৌশলী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে।

৫.২ কল্যাণ শাখার কল্যাণমূলক কাজের প্রতিবেদন

৫.২.১ বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নানাবিধ কল্যাণমূলক সুযোগ সুবিধা প্রদানের দুর্শে নিম্নে বর্ণিত কাজগুলি কল্যাণ শাখায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে :-

(১) কর্মকর্তা/কর্মচারীগনের ও তাহাদের নির্ভরশীলদের চিকিৎসা, দাফন-কাফন, দুর্ঘটনা, দুর্যোগ, ও অন্যান্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সাহায্য প্রদান ।

(২) কর্মকর্তা/কর্মচারী গনের নির্ভরশীলদের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় বহনের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান ।

(৩) বিভাগীয় ও আন্তঃ বিভাগীয় খেলাধুলার ব্যবস্থা গ্রহন ।

(৪) বিভাগীয় ক্লাব, সমিতি, কেনটিন, চিত্তবিনোদন, সাংস্কৃতিক ও নাট্যানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন ।

(৫) টি এন্ড টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদ্রাসা সমূহের নানাবিধ সমস্যার সমাধান ।

(৬) টি এন্ড টি শ্রমিক/কর্মচারী, ইউনিয়ন/এসোসিয়েসনের বিভিন্ন প্রকার দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন ।

(৭) বিভাগীয় বাসা বরাদ্দ ও মনোনয়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন ।

৫.২.২ বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড প্রতি অর্থ বৎসরই কিছু পরিমান অর্থ, বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাহাদের নির্ভরশীলদের কল্যাণার্থে এবং বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য, মঞ্জুরী প্রদানের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করিয়া থাকে । অত্র বোর্ডের কেন্দ্রীয় কল্যাণ শাখা এই অর্থ বিভিন্ন খাতে সুষ্ঠুভাবে বন্টন করিয়া থাকে ।

১৯৮৫-৮৬ অর্থ বৎসরে কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাহাদের নির্ভরশীলদের কল্যাণ তহবিল হইতে বদান্য ও শিক্ষাখাতে যথাক্রমে ২,৪২,১০০/- টাকা এবং ১,৭৫,০০০/- টাকা মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে ।

৫.২.৩ বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের অধীনে বিভিন্ন শহরে মোট ৬ (ছয়) টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অনেকগুলি মসজিদ, মাদ্রাসা, ক্লাব, সমিতি রহিয়াছে। বোর্ডের নিজস্ব জায়গার উপর স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের উপর ন্যাস্ত। প্রতি বৎসর এইসব প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ আর্থিক সমস্যাদি কল্যাণ তহবিল হইতে মিটানো হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য কিছু আর্থিক অনুদান দেওয়া হইয়া থাকে। ১৯৮৫-৮৬ অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের যে সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে কল্যাণ তহবিল হইতে আর্থিক অনুদান দেওয়া হইয়াছে, নিম্নে সেই গুলির বিবরণ দেওয়া হইল :-

সারণী - ৫.২.১

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম		মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ
১।	টি এন্ড টি হাইস্কুল, মতিঝিল, ঢাকা	টাকা -	৬০,০০০/-
২।	টি এন্ড টি হাইস্কুল, মগবাজার, ঢাকা	"	৫০,০০০/-
৩।	টি এন্ড টি আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, মহাখালী, ঢাকা	"	১,৫০,০০০/-
৪।	টি এন্ড টি কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা	"	১,০৫,০০০/-
৫।	টি এন্ড টি হাইস্কুল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	"	৫০,০০০/-
৬।	নামাজ ঘর, টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা	"	৫০,০০০/-
৭।	টি এন্ড টি কলোনী মসজিদ, মগবাজার, ঢাকা	"	২,৯০,০০০/-
৮।	বনভোজন কমিটি, টেলিযোগাযোগ ভবন ঢাকা	"	৩,০০০/-
৯।	সাংস্কৃতিক ও নাট্যসমিতি, টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা	"	৩০,০০০/-
১০।	মহাখালী টি এন্ড টি খেলার মাঠ উন্নয়নের জন্য	"	২,২০,০০০/-

৫.২.৪ উপরোল্লিখিত কার্যাদি ছাড়াও বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের কাজের অবসরে শরীর চর্চা ও মানসিক আমোদ প্রমোদের জন্য প্রতি বৎসর খেলাধুলার আয়োজন করিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কল্যাণ শাখা, খেলাধুলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার সুবিধার্থে একটি কেন্দ্রীয় ক্রীড়া কমিটি গঠন করিয়া থাকে এবং খেলাধুলার যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রতি-বৎসর কল্যাণ তহবিল হইতে বেশকিছু অর্থ মঞ্জুরী দেওয়া হয়। প্রতি বৎসরই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ক্রিকেট, ভলিবল ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

৫.২.৪.১ প্রতি বৎসরের মত ১৯৮৫-৮৬ বৎসরেও বিভিন্ন অঞ্চল/ইউনিট তাহাদের আঞ্চলিক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্নের পর স্ব-স্ব অঞ্চলের সর্বমোট ২৭০ জন মহিলা ও পুরুষ ক্রীড়াবিদকে লইয়া কেন্দ্রীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে। গত ২৮-১-১৯৮৬ ইং তারিখ মহাখালী টি এন্ড টি ক্রীড়াংগনে মাননীয় ডাক ও তার মন্ত্রী জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ডের ১৬তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন।

৫.২.৪.২ ১৯৮৫-৮৬ বৎসরে বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ডের যে সমস্ত খেলাধুলার খরচাদি মিটাইবার জন্য কল্যাণ তহবিল হইতে অর্থ মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছিল নিম্নে তাহার উল্লেখ করা হইল :-

সারণী - ৫.২.২

ক্রমিক নং	উদ্দেশ্য	মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমান
১।	কেন্দ্রীয় বার্ষিক ক্রীড়া সম্পন্নের জন্য	টাকা- ৮০,০০০/-
২।	সকল আঞ্চলিক ক্রীড়া " "	" ১,৭৭,০০০/-
৩।	জাতীয় ক্রীড়া " "	" ১৭,০০০/-
৪।	অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া, ভলিবল ইত্যাদি সম্পন্নের জন্য।	" ২৬,৫০০/-

৫.৩ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্য্যাদির প্রতিবেদন

১। স্থানীয় প্রশিক্ষণ :

৫.৩.১ বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের অধীনে একটি টেলিকম ষ্টাফ কলেজ, জয়দেবপুর, গাজীপুর এবং ২ টি টেলিকম ট্রেনিং সেন্টার, যথাক্রমে ঢাকা ও খুলনায় অবস্থিত। তাহা ছাড়া আরও ৫ টি টেলিকম ট্রেনিং সাব-সেন্টার যথাক্রমে ঢাকা, যশোহর, রাজশাহী, বরিশাল ও চট্টগ্রামে অবস্থিত। টেলিকম ষ্টাফ কলেজ, টেলিকম ট্রেনিং সেন্টার ও সাব-সেন্টার সমূহে এক সংগে ৭২০ জনের ধারণ ক্ষমতার ব্যবস্থা আছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহে নিম্নে বর্ণিত ক্যাডারের কর্মকর্তা/কর্মচারী-দের নিয়মিত সতেজকরণ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হইতেছে।

(১) সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী, (২) টেলিকম টেকনিশিয়ান,
(৩) টেলিকম মেকানিক, (৪) টেলিকম অপারেটর,
(৫) টেলিগ্রাফিষ্ট, (৬) টেলিপ্রিন্টার অপারেটর,
(৭) টেলিপ্রিন্টার সহকারী, (৮) ক্যাবল জয়েন্টার,
(৯) ওয়্যারম্যান এবং (১০) লাইন ষ্টাফ।

বিভিন্ন সময়ে ইউ, এন, ডি, পি,/আই, টি, ইউ এর সহযোগিতায় আধুনিক টেলিকমিউনিকেশন এর উপর বিভিন্ন কোর্স অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উপরোক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়াও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে আমন্ত্রন পত্র পাওয়া যায়। যেমন, জাতীয় লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সাভার ও ঢাকা, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ব-বিদ্যালয় ইত্যাদিতে টি এন্ড টি বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ এর সুযোগ রহিয়াছে।

৫.৩.২ ১৯৮৫-৮৬ সালে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষনার্থীদের সংখ্যা সহ ম্যান-মান্থ হিসাবের সার সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল :-

সারণী - ৫.৩.১

(ক) টি.টি.সি. ঢাকা.

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের সংখ্যা	মোট ম্যান - মান্থ
১।	নিয়মিত কোর্স	১৯০	১১০৬
২।	সতেজকরণ কোর্স	৩৬৭	৩৮৯
৩।	স্পেশাল কোর্স	২২	৩৮
	মোট :	৫৭৯	১৫৩৩

(খ) টি.টি.সি. খুলনা :

১।	নিয়মিত কোর্স	১১৪	৭৬৭

(গ) ৫ টি টেলিকম ট্রেনিং সাব-সেন্টার :

১।	নিয়মিত কোর্স	৫৭৬	১৬৭২
২।	স্পেশাল কোর্স	৬	১৮
	মোট :	৫৮২	১৬৯০

সর্ব মোট : ১,২৭৫ ৩,৯৮০

২। কেডেটদের এবং প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ-সূচী :

৫.৩.৩ ইউ, এন, ডি, পি / আই, টি, ইউ এর সহিত আলোচনা মোতাবেক বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড ক্যাডেটদের ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উন্নতির জন্য আলাদা আলাদা প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম তৈয়ার করিয়াছে। ইহাতে প্রশিক্ষকগন আধুনিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাইবেন।

৩। অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট/সংগঠনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ :

৫.৩.৪ ১৯৮৫-৮৬ সালে অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের জন্য টেলিকম ট্রেনিং সেন্টার সমূহে প্রশিক্ষণের সুযোগ ছিল। সরকারী প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের মধ্যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড কর্তৃপক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৪। সর্টটারমস এক্সপার্ট এবং জাপানী এক্সপার্টদের সহযোগিতায় আধুনিক টেলিযোগাযোগ এর উপর অনুষ্ঠিত কোর্স সমূহ :

৫.৩.৫ ১৯৮৫-৮৬ সালে টি,টি,সি, ঢাকায় আই, টি, ইউ, এর সহযোগিতায় ও মাইক্রোওয়েভ ষ্টেশনে জাপানী এক্সপার্টদের সহযোগিতায় আধুনিক টেলিযোগাযোগ বিষয়ে নিম্নবর্ণিত কোর্স অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত কোর্স সমূহের ব্যয়ভার টেলিসেন্টার, ঢাকা ও জাপান-বাংলাদেশ প্রকল্প বহন করিয়াছে।

(ক). ডিজিটাল ট্রান্সমিশন পদ্ধতি ১৮-৮-৮৫ হইতে ৩ সপ্তাহ।

(খ) পাওয়ার ইকুইপমেন্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম এন,ই,সি, ১৮০০ চ্যানেল মাইক্রোওয়েভ পদ্ধতি ৩-৭-৮৫ হইতে ২ সপ্তাহ।

(গ) মালটিপ্লেক্স ইকুইপমেন্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম এন,ই,সি, ১০০০ চ্যানেল মাইক্রোওয়েভ পদ্ধতি ১৪-৭-৮৫ হইতে ২ সপ্তাহ।

৫। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় প্রশিক্ষণ :

৫.৩.১ ১৯৮৩-৮৪ সনে টি এন্ড টি বোর্ডের কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহন করিয়াছেন । নিম্নে প্রশিক্ষণ সমূহের বিস্তারিত বিবরন প্রদত্ত হইল :-

সারণী - ৫.৩.২

বিষয়	কতজন প্রশিক্ষণ গ্রহন করিয়াছেন	প্রতিষ্ঠানের নাম
১। জ্যেষ্ঠ সেক্রেটারীদের জন্য উর্দ্ধতন স্টাফ কোর্স	১ জন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা	পি,এ,টি,সি, সাভার, ঢাকা।
২। শৃংখলা ও আপীল কোর্স	১ জন কর্মকর্তা	-ঐ-
৩। ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের কোর্স	১ জন কর্মকর্তা	-ঐ-
৪। আচরন ও শৃংখলা কোর্স	২ জন কর্মচারী	পি,এ,টি,সি, শাহবাগ, ঢাকা।
৫। দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারদের পরিচয়দায়ক কোর্স	২ জন জুনিয়র অফিসার	-ঐ-
৬। অর্থ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের উপর সেমিনার	২ জন অফিসার	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা।
৭। প্রিপারেশন এবং প্রসেসিং অব প্রজেক্ট প্রফরমা।	১ জন উর্দ্ধতন অফিসার	-ঐ-
৮। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৩ জন উর্দ্ধতন অফিসার	-ঐ-
৯। ফর্টান ল্যাংগুয়েজ উইথ এপলিকেশন	১ জন অফিসার	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১০। জুনিয়র অফিসার কাউন্টার-স্যাবোটেজ কোর্স	১ জন কর্মচারী	জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা প্রশিক্ষণ স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১১। ক্রিটিক্যাল পাথ মেথোড	১ জন কর্মকর্তা	ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স হেড কোয়ার্টার, রমনা, ঢাকা।

৬। **পরীক্ষা এবং সনদ পত্র :**

৫.৩.৭ রেডিও কমিউনিকেশন অপারেটর (জেনারেল) ও রেডিও টেলিফোন অপারেটর (রেস্ট্রিক্টেড) সার্টিফিকেট পরীক্ষা সমূহ বোর্ডের নবনিয়োগ ও প্রশিক্ষণ শাখা হইতে পরিচালনা করা হয় এবং উত্তীর্ণ প্রার্থিদের সনদ পত্র সরবরাহ করা হয়। ১৯৮৫-৮৬ ইং সনে মোট ৪০ (চল্লিশ) জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৩০ (ত্রিশ) জন উত্তীর্ণ হইয়া সনদ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৭। **বিদেশে প্রশিক্ষণ :**

৫.৩.৮ টেলিযোগাযোগ বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় আধুনিক জ্ঞান আহরনের জন্য টি এন্ড টি বোর্ডের কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রত্যেক বৎসর বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। ১৯৮৫-৮৬ সনে মোট ১৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে টেলিযোগাযোগ এর বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হইয়াছিল। প্রশিক্ষণার্থীগন যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানী, ফিনল্যান্ড, ভারত ইত্যাদি দেশে প্রশিক্ষণ গ্রহন করিয়াছেন। বিদেশে প্রশিক্ষণের বিস্তারিত বিবরণ সারণী - ৫.৩.৩ তে দেখানো হইয়াছে।

সারণী - ৫.৩.৩

১৯৮৫-৮৬ সালের বিদেশে প্রশিক্ষণের তালিকা

ক্রমিক নং	সংখ্যা ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	মেয়াদ	দেশ	প্রশিক্ষণ আরম্ভের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	১- বিঃ প্রঃ	ডিজিটাল সুইচিং এর রক্ষণাবেক্ষণ	১৭ মাস	পশ্চিম জার্মানী	১-১১-৮৫
২।	১- বিঃ প্রঃ	টেলিকম কারিগরী ব্যবস্থাপনা	৫০ দিন	ফিনল্যান্ড	২৬-৪-৮৬
৩।	১- এস,ডি,ই,	বিশেষ উচ্চতর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা কোর্স	২৬ দিন	-ঐ-	১৯-৮-৮৫
৪।	১- এস,ডি,ই,	ডি,এইচ,এফ, রেডিও মালটিপ্লেক্সিং যন্ত্রপাতি স্থাপন, পরীক্ষা ও কারিগরী রক্ষণাবেক্ষণ	৩ মাস	যুক্তরাষ্ট্র	২৬-৮-৮৫
৫।	১- এস,ডি,ই,	-ঐ-	৩ মাস	-ঐ-	২৬-৮-৮৫
৬।	১- এস,ডি,ই,	এক্সচেঞ্জ পরিকল্পনা ও ট্রাফিক প্রকৌশল	১৭ মাস	পশ্চিম জার্মানী	১-১১-৮৫
৭।	১- এস,ডি,ই	ইলেকট্রনিক টেলেক্স এক্সচেঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণ	১৭ মাস	-ঐ-	১-১১-৮৫
৮।	১- এস,ডি,ই,	আন্তর্জাতিক রাইটিং উন্নয়ন টেকনিক্ প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সূচনা কোর্স	৪ সপ্তাহ	ভারত	২৫-১১-৮৫
৯।	১- এ,ই,	কোক্সিয়াল কেবল এবং পানির নীচের কেবল জয়েন্টিং	৪ সপ্তাহ	ভারত	১৬-৭-৮৫
১০।	১-.এ,ই,	ডি,এইচ,এফ, রেডিও মাল্টিপ্লেক্সিং যন্ত্রপাতি পরীক্ষা, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩ মাস	যুক্তরাষ্ট্র	২৬-৮-৮৫
১১।	১- এ,ই,	আন্তর্জাতিক রাইটিং উন্নয়ন টেকনিক প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সূচনা কোর্স	৪ সপ্তাহ	ভারত	২৫-১১-৮৫
১২।	১- এ,ই,	মাল্টি এক্সচেঞ্জ রুরাল রেডিও পদ্ধতি	২ "	-ঐ-	২৪-২-৮৫
১৩।	১- এস,এস,এ,ই,	ডিজিটাল সুইচিং ও তৎসংযুক্ত যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ	১৭ মাস	পশ্চিম জার্মানী	১-১১-৮৫
১৪।	১- এস,এ,ই,	ইলেকট্রনিক টেলেক্স এক্সচেঞ্জ রক্ষণাবেক্ষণ	১৭ মাস	-ঐ-	১-১১-৮৫
১৫।	১- এস,এ,ই,	সীতাতপ পাওয়ার প্লান্ট এর নমুনা ও স্থাপন	৪ সপ্তাহ	ভারত	৩-২-৮৬